বিপ্লবী কর্মীদের আচরণবিধি

কমিউনিস্ট আচরণবিধি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে এদেশের স্বঘোষিত মার্কসবাদী পার্টিগুলির মধ্যে বিভ্রান্তি ও অপচর্চা দুই-ই বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। ১৯৬৯ সালে কলকাতা জেলার দলীয় কর্মীদের এক সভায় কমরেড শিবদাস ঘোষ বর্তমান যুগে সাম্যবাদী আচরণবিধি কী হওয়া উচিত এবং কোন্ পদ্ধতিতে সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের আন্তঃপার্টি সংগ্রাম পরিচালনা করা উচিত, কীভাবে ও কেন বিপ্লবী দলের নেতা ও কর্মীদের নীচ বুর্জোয়াসুলভ ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে উন্নততর সর্বহারা সংস্কৃতি, রুচি ও আচরণবিধি দ্বারা উদ্দীপিত জীবনযাত্রা পরিচালনা করা দরকার এবং প্রতিদিনের আচরণে তার প্রতিফলন ঘটানো খুবই জরুরি, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার ধারণার সঠিক উপলব্ধি কী, দল পরিচালনার সর্বস্তরে ও সমস্ত পর্যায়ে নেতা ও কর্মীদের মধ্যে কীভাবে সম্পর্ক স্থাপিত ও বিকশিত হবে — এই ধরনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী তুলে ধরেছিলেন।

আজকের এই কর্মীসভার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা, বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে হলে দলের সাধারণ কর্মী থেকে শুরু করে নেতৃস্থানীয় কমরেড পর্যন্ত সকলেরই দলের আদর্শের সাথে সংগতি রেখে সামগ্রিকভাবে দলের স্বার্থে কী ধরনের আচরণবিধি বা 'কোড অফ কনডাক্ট' গড়ে তোলা দরকার। অনেকের মনে হতে পারে, হঠাৎ করে আজকের দিনে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের এই আচরণবিধির ওপর আমরা এত জোর দিচ্ছি কেন ? এটা বিশেষ করে এই কারণে যে, আমরা আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করছি, আমাদের দেশের মার্কসবাদী বলে পরিচিত তথাকথিত বৃহৎ দলগুলির মধ্যে আচরণবিধি কথাটি প্রায় উঠেই যেতে বসেছে। তাদের দলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কর্মী বা বিভিন্ন নেতা ও কর্মীদের মধ্যে আচরণবিধি সম্পর্কে যতটুকু ধারণা দেখা যাচ্ছে সেটাও মূলত বুর্জোয়া নৈতিকতা ও আচরণবিধির ধারণার দ্বারাই পরিচালিত বলে ব্যক্তিবাদের এই চূড়ান্ত বিকাশ ও সঙ্কটের যুগে তা দলের অভ্যন্তরে ক্রমাগত সঙ্কট এবং চূড়ান্ত বিপত্তি সৃষ্টি করে চলেছে। অপরদিকে সামাজিক জীবনে দলের কর্মীদের সাধারণভাবে আচরণবিধি কী হওয়া প্রয়োজন সেটাকেও তাঁরা সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। তাঁদের কাছে দলের কর্মী হবার মুখ্য বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাঁরা স্লোগান দিচ্ছেন কিনা, পোস্টার মারছেন কিনা, এবং পার্টির নির্দেশিত কর্মসূচি যথাযথভাবে পালন করছেন কিনা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পোস্টার মারলে, স্লোগান দিলে এবং দলের কর্মসূচি পালন করলেই তিনি তাদের দলের কর্মী হতে পারেন — ব্যক্তিগতভাবে, সামাজিক ক্ষেত্রে বা দলের অভ্যন্তরে যে ধরনের আচরণই তিনি করুন না কেন। বলা বাহুল্য এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মারাত্মক। এ যে শুধু দলের আভ্যন্তরীণ সংহতিকে ক্রমাগত দুর্বল করে চলেছে তাই নয়, কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও নৈতিকতা সম্পর্কেও জনমনে নানারকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। তাছাড়া একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এইসব দলের কর্মী ও নেতারা দৈনন্দিন জীবনযাপন, জনসংযোগ, পারস্পরিক সম্বন্ধ, প্রচার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এমন ধরনের আচরণ করে চলেছেন যার দ্বারা বিপ্লবী আদর্শের মান এবং বিপ্লবী রাজনীতির মর্যাদাকেই জনসাধারণের চোখে তাঁরা ক্ষুণ্ণ করে চলেছেন।

নেতা ও কর্মীদের আচরণ সংক্রান্ত এই বিষয়টি বিচার করার সময় জনগণের সমর্থন পেছনে কতটা রয়েছে তা মোটেই বিচার্য বিষয় হতে পারে না। এ কথা বলা শুধু লোকঠকানো মাত্র। নাহলে ইতিহাসের পাতা ওল্টালে সহজেই দেখা যাবে, অনেকসময় বহু প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের পিছনেও লোক ভিড় করেছে, সমর্থন জুগিয়েছে। তার দ্বারা তাদের মতবাদ সঠিক ছিল ও উন্নত রুচি ও সংস্কৃতির মান তাদের ছিল তা প্রমাণ হয়ে যায় না। যাহোক সে আলোচনায় আমি এখানে যেতে চাইছি না। কমিউনিস্টদের একটা কথা সবসময়ই মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে, দলের বিপ্লবী কর্মসূচিগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে রূপ দেওয়া এবং বিপ্লবী আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিক রাস্তায় প্রবাহিত করতে হলে কমিউনিস্ট আদর্শসম্মত আচরণবিধি সঠিকভাবে আয়ত্ত করা অত্যন্ত দরকার। অন্যদিকে একথাও তাদের সবসময় মনে রাখতে হবে, প্রচারের সাথে সাথে কর্মী ও নেতাদের বিপ্লবী

আদর্শসম্মত ও রুচিসম্মত আচরণ হল সর্বহারা বিপ্লবী আদর্শ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যাবার প্রধান মাধ্যম। কারণ এই দু'টি জিনিসের দ্বারা, বিশেষ করে নেতা ও কর্মীদের দ্বারাই, জনতা বিপ্লবী আদর্শ ও আন্দোলনগুলোর প্রতি প্রথমে আকৃষ্ট হয়ে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে তার তত্ত্বগত দিক আয়ত্ত করতে থাকে।

এই আচরণবিধির দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে, দলের অভ্যন্তরে নেতা-কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, 'পার্টি-বডি'র সাথে কর্মীদের ও নেতাদের সম্পর্ক এবং নেতা-কর্মীদের আলোচনা-সমালোচনার রীতিনীতি ও আচরণ কী ধরনের হবে ;সর্বোপরি নেতা থেকে শুরু করে সমস্ত কর্মীর ব্যক্তিজীবন পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে। অপরটি হচ্ছে, বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে জনগণের সাথে সংযোগ, জনগণের সাথে মিশে গণআন্দোলন সংগঠিত করা, বিপ্লবের চেতনায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে জনগণের বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে গিয়ে জনগণের সাথে চলাফেরা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে নেতা ও কর্মীদের আচরণ কী হবে। এই দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে এই কারণে যে, কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জনগণের মনে একটা সময়ে যে উচ্চ ধারণা বর্তমান ছিল, ভারতবর্ষে তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলগুলির নেতা ও কর্মীদের নৈতিক আচরণ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও ব্যবহারিক জীবন সেই উচ্চ ধারণাকে আজ অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করেছে। বিপদ হচ্ছে, এঁরাই কমিউনিস্ট নাম নিয়ে চলছেন বলে জনসাধারণ এঁদেরই কমিউনিস্ট বলে জানেন এবং এঁদের আচরণকেই যথার্থ কমিউনিস্ট রীতিসম্মত আচরণ বলে মনে করেন। কমিউনিস্ট নাম নিয়ে চললেও এঁরা যেহেতু প্রকৃত কমিউনিস্ট নন সেহেতু এঁদের ভ্রান্ত রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অ-মার্কসবাদী আচরণই আজ প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট মূল্যবোধ সম্পর্কে এই ধোঁয়াটে এবং বিভ্রান্তিমূলক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। ফলে আমাদের দলের নেতা-কর্মীদের একদিকে সঠিক সাম্যবাদী রাজনীতির চর্চা, অন্যদিকে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন ও ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আদর্শসম্মত আচরণবিধি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আর তা করতে পারলেই, কমিউনিজম যে আজকের দুনিয়ায় প্রচলিত যে কোন আদর্শের চাইতে উন্নত একটি মহান আদর্শ এবং সমস্ত প্রকার সামাজিক অন্যায় ও শোষণ থেকে মুক্ত একটি উন্নত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম তা জনসাধারণ সহজেই বুঝতে সক্ষম হবেন। আচরণবিধি সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের ওপর বিশদ আলোচনা একটা সভায় করা সম্ভব নয়। তবুও কতকগুলো মূল দিক যা দলের সংহতি রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন এবং এখনই যা আমাদের দলের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে, সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা আজকের আলোচনায় আমি আপনাদের সামনে রাখব।

প্রথমেই যে বিষয়টি আমি আপনাদের সামনে বিশদভাবে আলোচনা করতে চাই তা হচ্ছে, দলের ভিতরে দলের কোন নীতি সম্পর্কেই হোক বা অপর কোন কমরেড সম্পর্কেই হোক, অনেকসময় দেখা যায়, সমালোচনার ক্ষেত্রে আমরা কোনও নীতি অনুসরণ করে চলি না। এর দ্বারা আমি একথা বলছি না, দলের মধ্যে আলোচনা বা সমালোচনা বন্ধ করতে হবে। এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আলোচনা বা সমালোচনা সবই দলের মধ্যে চলবে এবং সবসময়ই তা খোলাখুলিভাবে এবং মুক্ত পরিবেশে হওয়া উচিত। এ বন্ধ করা যায় না এবং করা উচিতও নয়। কেননা তাতে দলের স্বাস্থ্য নষ্ট হতে বাধ্য। আবার আলোচনা বা সমালোচনা যদি নীতি মেনে না চলে, তাতে যদি সুনির্দিষ্ট 'মেথড' (পদ্ধতি) না থাকে — অর্থাৎ তা যদি দলের চিন্তা, আদর্শ ও মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, দলের নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য না করে, দলের সংগঠন ও গণসংগ্রামগুলিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে দলের পরিকল্পনাগুলিকে রূপ দিতে সাহায্য না করে এবং উলটে পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং সাধারণভাবে কর্মীদের মধ্যে নিষ্ক্রিয় মানসিকতার জন্ম দেয় — তাহলে বুঝতে হবে, সেই ধরনের আলোচনা বা সমালোচনা নিঃসন্দেহে নীতিহীন যা সমালোচনার মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেয়।

যে কোন আলোচনা ও সমালোচনার সময় কমিউনিস্টদের কাছে সমালোচনার আসল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য কী সে সম্পর্কে কর্মীদের একটা কথা সবসময়ই মনে রাখতে হবে। তাদের মনে রাখতে হবে, এর তাৎপর্য হচ্ছে — প্রথমত, যে সমালোচনা করে, তার নিজের যদি কোন ভুল তার অজ্ঞাতসারেই থাকে, এই সমালোচনার মধ্য দিয়ে তা শোধরাবার পথ বের করা। দ্বিতীয়ত, দলের এবং বিপ্লবের স্বার্থকে সামনে রেখে অপরের ভুলগুলোকে শোধরানো এবং দলীয় সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী তত্ত্ব, বিপ্লবী রাজনীতি, আদর্শ, মতবাদ ও

তার প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে নেতা, কর্মী ও জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা এবং নেতা, কর্মী ও জনসাধারণকে জড়িত করে বিপ্লবের স্বার্থে একত্রে কী করে কাজ করতে হয় তার যথার্থ শিক্ষা দেওয়া। বিপ্লবীদের কাছে, কমিউনিস্টদের কাছে, এটাই হ'ল সমালোচনার একমাত্র প্রয়োজনীয়তা এবং কার্যকারিতা। বিপ্লবীদের কাছে সমালোচনার পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমে আত্মসমালোচনা ও পরে অন্যদের সমালোচনা। অর্থাৎ আগে নিজের সমালোচনা, সাথে সাথে সাধারণভাবে দলের নীতি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে সমালোচনা এবং দলের নেতা ও কর্মীদের সেই নীতি ও পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে তাদের আচরণ সম্পর্কে সমালোচনা। তাই আত্মসমালোচনার মনোভাবকে ভিত্তি করে সমালোচনা চালাতে পারলে তবেই বিপ্লবের অনুকূলে তার যথার্থ কার্যকারিতা রয়েছে।

কোনও সমালোচনার ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় সমালোচনা এই নীতি বা পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না তাহলে প্রকাশভঙ্গিমা তার যত সূক্ষ্মই হোক্ না কেন, একটু খোঁজ নিলেই বা বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, ব্যক্তিগত কিছু কিছু বিক্ষোভ বা অসন্তোষের ফলেই সমালোচনার ধারা এইরকম রূপ নিচ্ছে। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিক্ষোভের রূপ যতই ফেটে পড়ুক না কেন, এ ধরনের সমালোচনা যাঁরা করেন তাঁরা তা জেনেবুঝে করেন না বা কোন মতলব থেকে করেন না। 'অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পার্টি এডুকেশন'-এর (সঠিক পার্টি-শিক্ষার) অভাব থাকার ফলেই কমরেডরা এতে জড়িত হয়ে পড়েন এবং জড়াতে জড়াতে শেষপর্যন্ত একটা 'প্রসেস'-এর (প্রক্রিয়ার) 'ভিক্টিম' (শিকার) হয়ে পড়েন। আর এভাবে চলতে চলতে কোন কমরেড যখন সেই প্রক্রিয়ার শিকার বনে যান তখন তাঁরা নিজেদের সমালোচনার ধারাকে যতই সঠিক বলে মনে করুন না কেন, আসলে তাঁদের মানসিকতা এবং কার্যকলাপ যে এমনকী তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পার্টিবিরোধী রূপ নিচ্ছে, দলের সংহতিকে দুর্বল করছে এবং বিশেষ করে দলের নেতৃত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে তা তাঁরা বুঝতেই পারেন না। এ কাজ করার ক্ষেত্রে তাঁরা অনেক সময় 'যেহেতু দলের নেতৃত্বকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা চলে না, অতএব দলকে সাহায্য করার অর্থেই সমালোচনা করা প্রয়োজন' — এই যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে নীতিহীন আলাপ-আলোচনা ও সমালোচনা করে থাকেন। আর এসব ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। যে কমরেডরা অসন্তুষ্ট, তাঁরা তাঁদের অসন্তোষ থেকেও অনেক বন্ধু জুটিয়ে নেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তাঁদেরই, যাঁদের মনে কোনও কারণে ব্যক্তিগত বিক্ষোভ জমা হয়ে আছে। পরস্পরের মধ্যে এই বিক্ষোভই পরস্পরকে মিলিয়ে দেয়।

আর এক ধরনের সমালোচনা আছে যা পার্টির ভাল কর্মীরা যাঁদের 'ক্লাস ইন্সটিংক্ট' (ঘ্রাণশক্তি বা শ্রেণীচেতনা) খুব প্রখর তাঁরা ধরতে পারেন। তাঁরা শুনলেই বুঝতে পারেন, এটা সেই জাতের সমালোচনা নয় যা বিপ্লব ও পার্টির স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যদিও এসব সমালোচনা 'পার্টির স্বার্থেই করা হচ্ছে' বলে বলা হচ্ছে, তবুও তাঁরা বেশ সহজেই বুঝতে পারেন, আসলে এ ধরনের সমালোচনার পেছনে কোথাও একটা ব্যক্তিস্বার্থ বা একটা বিক্ষোভ কাজ করছে এবং সেই কারণেই যাঁরা এই ধরনের সমালোচনা করছেন তাঁরা পার্টির 'প্রিন্সিপ্‌ল্' (নীতি) বা 'নর্ম' (পদ্ধতি) মেনে চলছেন না। এইসব সৎ এবং খুব প্রখর শ্রেণীচেতনাসম্পন্ন কর্মীরাও পার্টির অভ্যন্তরে সমালোচনা করে থাকেন। কিন্তু তাঁরা সব সমালোচনা সব জায়গায় যেখানে সেখানে করেন না। তাঁরা বেশ বুঝতে পারেন — অর্থাৎ অনেকটা 'ইন্সটিংক্টিভ্‌লি ফিল' (ভেতর থেকে অনুভব) করতে পারেন কোথায় সেটা করা যায়। কিন্তু যাঁরা এই পদ্ধতি মেনে চলেন না, আগেই বলেছি, তাঁরা যে সচেতনভাবে বা ইচ্ছে করে একাজ করেন তা নয়, কিন্তু এর ফল হয় মারাত্মক;না বুঝে এর 'অনেস্ট ভিক্টিম্' (শিকার) হলেও এটা চরম ক্ষতিকারক।

আমরা মার্কসবাদীরা, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদীরা জানি, আমরা যা হতে চাই এবং যা হওয়া উচিত বলে মনে করি, আমরা মনে করি বা চাই বলেই আমরা তা হই না এবং হতে পারি না। এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে একটা 'গিভ্‌ন কন্ডিশনে' (বিশেষ পরিস্থিতিতে) যেটা একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি — অর্থাৎ যা অনুসরণ করে চললেই আমরা যা হতে চাই তা হতে পারি, বাস্তব ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলছি কিনা তার ওপর। কমরেডদের মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র বইপড়া জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য এর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে না। তাই কেবলমাত্র পাণ্ডিত্য বা বইপড়া জ্ঞান দিয়ে এর উত্তর মিলবে না এবং সমাধানেরও হদিশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। একটা বিশেষ সময়ে ও বিশেষ পরিবেশে দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবী

সংগ্রাম ও দলের সংগঠন যে স্তরে রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে দলের কর্মীদের আদর্শগত চেতনার মান ও দলের বাইরে যে বিরাট জনসাধারণ রয়েছে, তাদের চেতনার স্তর ও সংস্কৃতিগত মান যথাযথভাবে নির্ধারণ করে পার্টির বিপ্লবী তত্ত্বগুলোকে বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলেই একাজে সফল হওয়া সম্ভব। এখানে ব্যক্তিগত আচরণের ছোটখাটো জিনিসগুলোকেও অবহেলার চোখে দেখা ও সে সম্পর্কে উদাসীন থাকা গুরুতর অপরাধ। এ কথাটা যেমন ঠিক, তেমনি সমষ্টিগত আচরণের ক্ষেত্রে কারোর ব্যক্তিগত আচরণের ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে সমালোচনার সময় একথাও সবসময় মনে রাখতে হবে, দলের সামগ্রিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রেখে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করাও অনিষ্টকর — যদিও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক বিপ্লবীর কাছে নিজস্ব আচরণের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত।

মনে রাখা দরকার, বই পড়ে — অর্থাৎ মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন-স্ট্যালিন প্রভৃতি নেতা ও চিন্তাবিদ্‌রা যেসব বই লিখেছেন এবং যেসব তত্ত্ব তুলে ধরেছেন সেগুলো জানার মধ্য দিয়ে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি তা হ'ল মার্কসবাদী তত্ত্বের একটা সাধারণ দিক। কিন্তু শুধুমাত্র বই পড়ার মধ্য দিয়ে এই যে জ্ঞান আমরা অর্জন করি, এটাই কি যথার্থ জ্ঞান? না, এ জানা যথার্থ জ্ঞান নয়। কারণ আমাদের দেশে ইংরেজি জানা একজন লোকের পক্ষে এসব খবর জানতে ছ'মাসের বেশি সময় লাগে না। এই সময়ের মধ্যেই একজন ব্যক্তি একটু চেষ্টা করলে অনেক কিছু মুখস্থ করে ফেলতে পারেন। কিন্তু তার দ্বারা কি এটা প্রমাণ হয়ে যায়, তিনি খুব মস্তবড় বিপ্লবী তাত্ত্বিক বা 'থিয়োরেটিসিয়ান'? যেসব কর্মী এতসব বইপত্র পড়েননি বা পড়ার সুযোগ পাননি, তাঁদের চাইতে তিনি হয়তো ইতিমধ্যেই যেসব তত্ত্বগুলি লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে তা নির্ভুলভাবে বলতে পারেন। বলতে পারেন, কখন কোন্ বইয়ে লেনিন কী বলেছিলেন, বা মাও-এর কোন্ বইয়ের কোন্ পাতায় কোন্ 'কোটেশন' লেখা আছে। কিন্তু তার দ্বারা কি এটা প্রমাণিত হয়, তিনি অনেক বেশি জ্ঞানী? এটা মোটেই বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না। কেননা অনেক সময়ই দেখা যায়, যে কমরেডটি এত বই পড়েননি বা অতটা খবর রাখেন না, তিনি কিন্তু জানেন কীভাবে গণআন্দোলন সংগঠিত করতে হয়, পার্টির সংহতি কীভাবে রক্ষা করতে হয়, কীভাবে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হয় এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগতভাবে বিপ্লবী হিসাবে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় — অর্থাৎ তিনি জানেন সত্যিকারের বিপ্লবী আচরণবিধি কী এবং সেইভাবে তিনি ব্যবহারও করেন।

কিন্তু আর একটি কমরেড অত বই পড়েও, অত খবর রেখেও, জানেন না বিপ্লবীদের কীভাবে আচরণ করতে হয়। বরঞ্চ প্রায়শঃই দেখা যায়, যেহেতু তিনি অনেক 'রেফারেন্স' দিতে পারেন এবং প্রয়োজনমত যে কোনও কোটেশন বলতে পারেন সেহেতু অনেক সময় কর্মী ও জনগণের চেতনার মান নিম্নস্তরে থাকার ফলে তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে ওপর-ওপর বেশ একটা তারিফও হয়। কিন্তু বিপ্লবী তত্ত্ব সম্পর্কে যদি গভীর উপলব্ধি না থাকে তাহলে এই সমস্ত কমরেডদের বক্তব্যের দ্বারা দলের তত্ত্ব কার্যকরীভাবে উপস্থাপনার বদলে রেফারেন্স-এর চাপে অনেক সময় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং তার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। অথচ অপরদিকে যে কমরেডটি বিপ্লবী তত্ত্বকে যথাযথ ভাবে আয়ত্ত করেছেন তিনি এত রেফারেন্স না দিতে পারলেও অপরের বিপ্লবী চরিত্র গঠন করার ক্ষেত্রে, অপরকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে, দলের বক্তব্য কার্যকরীভাবে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য বেশি 'এফেক্‌টিফভ' (কার্যকরী) হয়। তাহলে যে কমরেডটি এত খবরাখবর রাখেন এবং বলতে জানেন — তিনি জ্ঞানী? নাকি, অপর একটি কমরেড যিনি ঐ খবরগুলো হয়তো এখনও জানার সুযোগ পাননি, কিন্তু ঐ খবরগুলো যেজন্য দরকার সেই মূল ব্যাপারটি আয়ত্ত করেছেন — তিনি জ্ঞানী? আসলে দেখা যাচ্ছে, এই দ্বিতীয় কমরেডটি সত্যিকারের সংস্কৃতির স্বাদ পেয়েছেন, যথার্থ শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি কে আয়ত্ত করেছেন এবং বিপ্লবী চেতনার 'কংক্রিট এক্সপ্রেশন' (বিশেষীকৃত প্রকাশ) এবং যথার্থ 'ক্লাস কন্‌ডাক্‌টের' (শ্রেণী-আচরণের) অধিকারী হয়েছেন।

আমার এ আলোচনার দ্বারা একথা যেন কেউ না বোঝেন, আমি পড়াশুনা করাকে নিরুৎসাহিত করছি, বা একথা বলতে চাইছি পড়াশুনা করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। পড়াশুনা করার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিপ্লবী তত্ত্ব আয়ত্ত ও বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করতে না পারলে পড়াশুনা অনেক সময় নিছক পুঁথিগত পাণ্ডিত্যে পর্যবসিত হয় এবং বিপ্লবের উদ্দেশ্য সাধনে তার যতটুকু সম্ভাবনা ছিল সেটাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এছাড়া যথার্থ জ্ঞান অর্জন সম্পর্কিত সঠিক ধারণা পার্টির মধ্যে না থাকলে তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে বেশিরভাগ সময়ই পড়ুয়া লোকেদের মধ্যে নিজেদের 'সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স' (বড় ভাবার এক ধরনের

মানসিক জটিলতা) দেখা দেয়, অন্যদিকে না-পড়ুয়া লোকেদের মধ্যে নিজেদের 'ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স' (ছোট ভাবার এক ধরনের মানসিক জটিলতা) জন্ম নেয়। এই দুটোই যে কোন কমিউনিস্টের পক্ষে সত্যিকারের মার্কসবাদী চরিত্র গঠনে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করে থাকে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার। পারিপার্শ্বিকের সাথে সম্পর্কহীনভাবে শুধু বই পড়ে একা একা বিপ্লবী হওয়া যায় না। বিপ্লবী হতে গেলে পার্টির সর্বাত্মক সংগ্রামের মধ্যে নিজেকে সচেতনভাবে জড়িত করতে হয়, 'পার্টিজান' (অংশীদার) হতে হয়। কেননা মনে রাখা দরকার, বিপ্লবের সঠিক উপলব্ধির মধ্যেই আজও শ্রেণী উপলব্ধির প্রশ্নটি লুকিয়ে আছে। আর বিপ্লবী চেতনার কংক্রিট এক্সপ্রেশন হচ্ছে শ্রেণীচেতনা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিপ্লবের প্রতি আনুগত্যের মানে হচ্ছে নিরঙ্কুশভাবে শ্রেণীর প্রতি আনুগত্য। এই যে শ্রেণীর প্রতি আনুগত্যের কথা বলা হচ্ছে, এর সঠিক রূপ কী? এর সঠিক রূপ হচ্ছে, 'ক্লাস পার্টি' বা শ্রেণীদলের প্রতি আনুগত্য। ফলে শ্রেণী এবং শ্রেণীদলের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও অশেষ মমত্ববোধই হচ্ছে শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণী-উপলব্ধির বিশেষীকৃত প্রকাশ। সুতরাং যথার্থ জ্ঞান অর্জন এবং সঠিক বিপ্লবী চেতনার অর্থ হ'ল, সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর দলের চেতনার যথার্থ উপলব্ধি এবং শ্রেণীর স্বার্থ তথা দলের স্বার্থের সাথে নিজের স্বার্থকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত করে ফেলা — অন্তত প্রাত্যহিক জীবনে নিজের স্বার্থের চাইতে শ্রেণীস্বার্থকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া। এখন এমন হতে পারে যে, বাস্তব জীবন ও সংগ্রাম থেকে বিপ্লবের এই মূল তত্ত্বগুলো কোন একজন কর্মী আয়ত্ত করা সত্ত্বেও নানা তথ্য বা খবরাখবর রাখার ব্যাপারে — অর্থাৎ যাকে আমরা 'ইন্‌ফর্মেটিভ্‌ নলেজ্‌' (খবরাখবর জানা সংক্রান্ত জ্ঞান) বলি সে ব্যাপারে সে পিছিয়ে আছে। এই ইন্‌ফর্মেটিভ্‌ কথাটার ওপর আমি বারবার জোর দিতে চাইছি এই কারণে যে, আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পড়ুয়া লোকগুলোকেই সকলে জ্ঞানী বলে ভুল করে থাকেন। অথচ পড়ুয়া লোকগুলো বেশি খবর রাখেন বলেই একথা প্রমাণ হয় না, তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিটা, শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গিটা, পার্টিটা এবং জনগণের সংগঠন কীভাবে গড়তে হয়, বিপ্লবী হিসাবে কীভাবে আচরণ করতে হয়, এসব ভাল বোঝেন। একটু মিলিয়ে নিলেই দেখা যাবে, এই দুইয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোড অব কনডাক্ট বা আচরণবিধি আয়ত্ত করার একটা প্রধান শর্ত হ'ল — বিপ্লবের সঙ্গে, শ্রেণীর সঙ্গে এবং দলের সঙ্গে একাত্মতা গড়ে তোলা। এই একাত্মতাবোধ যাঁর তীব্র তিনি নিজের মধ্যে ব্যক্তিসত্তা বা অহম্‌ যেগুলো প্রতিমুহূর্তে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমাদের বিপথে চালিত করতে চায় — অসন্তুষ্ট, বিক্ষিপ্ত এবং অশান্ত করে তোলে — তাকে দমন করতে পারেন। এটা হ'ল সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আমাদের চিন্তাগত প্রক্রিয়াটা যখন ব্যক্তিগত, সেক্ষেত্রে পার্টির সাথে একাত্মতা গড়ে তোলার সংগ্রাম আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে খুব জরুরি। এই একাত্মতা গড়ে তোলার সংগ্রামে যদি কেউ পিছিয়ে থাকেন তাহলে বাইরের পরিবেশ তাঁকে যত শিক্ষাই দিক, ব্যক্তিসত্তার উৎপাত থেকে তিনি নিজেকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবেন না।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় সম্পর্কে একটু বলা দরকার। দলের অভ্যন্তরে আলোচনা বা সমালোচনা করতে গিয়ে 'অধিকার' কথাটি অনেক কর্মী ব্যবহার করে থাকেন। 'এথিক্‌স্‌' সম্বন্ধে ন্যূনতম ধারণা থাকলে সকলেই একথা মেনে নেবেন, 'অধিকার' এই কথাটির কোন মানে নেই যদি সেটি 'অব্‌লিগেশন্‌' বা দায়িত্ববোধকে ভিত্তি করে গড়ে না ওঠে। নাহলে এটা একটা উচ্ছৃঙ্খলতা, নিছক একটা 'প্রিভিলেজ' (সুবিধা) মাত্র। কিন্তু কয়জন কর্মীর সমালোচনার ক্ষেত্রে অধিকারবোধের এই উপলব্ধির প্রতিফলন দেখা যায়? এমন কিছু কর্মী আছেন যাঁরা যে কোন বিষয় সম্পর্কে মতামত দিতে ভ্রূক্ষেপ করেন না এবং তা করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ন্যূনতম 'রেভোলিউশনারি মডেস্টি' (বিপ্লবী বিনয়টুকুও) পর্যন্ত বজায় রাখেন না। অথচ তাঁরা একবারও নিজের কাছে প্রশ্ন করেন কি, পার্টি এবং বিপ্লবের প্রতি তাঁরা কতটুকু দায়িত্ব পালন করছেন? সেই মাপকাঠিতে বিচার করে তাঁরা দেখেছেন কি, তাঁদের এত কথা বলার অধিকার আছে কি না? তাঁরা একবারও কি তাঁদের আচরণের ক্ষেত্রে এটা বিচার করে দেখেন যে, তাঁদের তত্ত্বজ্ঞান এবং দায়িত্ববোধ যদি সঠিক হত তাহলে তাঁদের কাজকর্মে, তাঁদের আচরণে, পার্টির সাথে তাঁদের একাত্মতা গড়ে তোলার সংগ্রামের প্রতি পদক্ষেপে তার যথাযথ প্রকাশ ঘটতো। অথচ সে সম্পর্কে তাঁদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। এই যে নেই — এটা কি ইচ্ছাকৃত? তাঁরা কি জেনেশুনেই এটা করছেন? না, সে প্রশ্ন উঠছে না।

অবশ্য, আমার এ আলোচনার দ্বারা কারোর মধ্যে এরকম ধারণা হতে পারে যে, তিনি যেহেতু পার্টির প্রতি দায়িত্ব কম পালন করছেন, অর্থাৎ ভাল করে পার্টির কাজ করতে পারছেন না সেহেতু তাঁর মনে যদি

কোন 'পয়েন্ট স্ট্রাইক' করে (প্রশ্ন দেখা দেয়), তাহলে দলের ভালর জন্য কি তিনি সেটা বলতে পারবেন না? আমি বলি, নিশ্চয়ই পারবেন। কারোর সমালোচনার বিষয়বস্তু যদি সঠিক হয় তাহলে তার দ্বারা দলের ভাল হবে এবং দল উপকৃত হবে। এটাতে দলের উপকার। ফলে কেউ কাজ করেন না বলে তিনি সমালোচনা করলে আমরা ক্ষিপ্ত হয়ে যাব — আমাদের তরফ থেকে, নেতাদের তরফ থেকে বা যাদের সম্পর্কে এই সমালোচনা করা হচ্ছে তাদের তরফ থেকে এরকম আচরণ হওয়া উচিত নয়। কোনও লোক যদি শত্রুও হয় তাহলেও পার্টি সম্পর্কে তার যদি কোন প্রশ্ন দেখা দিয়ে থাকে তারও জবাব দিতে হবে। কারণ আমরা দুর্বল নই। আমরা মিথ্যা দিয়ে কিছু ঢাকতে চাইছি না। আমরা সত্যকে উদঘাটিত করতে চাইছি, সমস্যাকে বুঝতে চাইছি। এমনকী শত্রুও যদি কোন সমস্যা সম্পর্কে কিছু বলে তাহলে আমরা তা গ্রহণ করব না কেন? মনে রাখা দরকার, যে কোন সমালোচকই — তিনি বাইরের লোক হোন বা দলের লোক হোন বা শত্রুপক্ষের লোক হোন — আমরা মনে করি, তিনি আমাদের শিক্ষক। তাই যে কর্মী কিছুই করেন না, শুধু 'গ্রাম্বল্' (অসন্তোষ প্রকাশ) করেন — যিনি জানেন না, শুধু অসন্তোষ প্রকাশ করে নিজের এবং পার্টির স্বাস্থ্য বিষিয়ে তোলা ছাড়া কোন সমস্যার সমাধান করা যায় না — সে ধরনের কর্মীও যদি এমন কিছু কথা বলেন যা আলোচনা হওয়ার মতো, অন্তত তা 'রি-এক্জামিন' (পুনর্বিবেচনা) করে দেখা দরকার, আমরা তার পক্ষপাতী। এক্ষেত্রে যেহেতু সেই কর্মীটি কাজ করেন না, শুধু অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ প্রকাশ করেন, সুতরাং তাঁর অধিকার আছে কি নেই — এ প্রশ্ন তোলা অবান্তর। আমরা তৎক্ষণাৎ সেই কর্মীটির প্রশ্ন গ্রহণ করতে চাই এবং তাঁকে উৎসাহিত করতে চাই। কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের দিক — নেতৃত্বের দিক।

কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি তা হচ্ছে, যে কর্মীটি প্রশ্ন করছেন, অধিকারের কথা বলছেন, তাঁর কী ভাবা উচিত? তাঁর নিজের দিক থেকে যেটা ভাবা উচিত তা হচ্ছে, কিছু বলার আগে তাঁর নিজের অন্তত কিছু করা দরকার। তাঁর প্রথমেই ভাবা দরকার, তাঁরই মতো অসংখ্য লোক যাঁরা দলের সঙ্গে ভাল করে যুক্ত হলেন না, দলের সমস্যা ভাল করে বোঝার চেষ্টা করলেন না, সাংগঠনিক 'অর্গ্যানিজ্মে'র (সজীব প্রক্রিয়ার) মধ্যে এলেন না, তাঁরা যদি সকলে মিলে এইভাবে নীতি ও পদ্ধতিহীন সমালোচনা করতে থাকেন তাহলে দলের স্বাস্থ্য, দলের সংহতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? না, এতে তাঁদের নিজেদের কোন উপকার হয়? এসব কর্মীরা ভেবে দেখেন না, তাঁরা যে অধিকারের জন্য লড়ছেন সে অধিকার পার্টি তাঁদের একটার পর একটা দিচ্ছে এবং না দিলেও লড়াই করে তা অর্জন করে নেবার অধিকার তাঁদের আছে।

অবশ্য অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটতে পারে, পার্টির কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যিনি 'এক্জিকিউটিভ্ ফাংশন'-এ (সংগঠন পরিচালনার দায়িত্বে) আছেন তিনি কোন কর্মীর ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রয়োগে হস্তক্ষেপ করলেন, সেই অধিকারকে খর্ব করলেন। এমন হতে পারে। যেহেতু দল শ্রমিকশ্রেণীর দল সুতরাং কোন ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে না, একথা তাঁরাই বলেন, যাঁরা হাতেকলমে কাজ করেননি। তাঁরা বড়জোর দুটো চারটে লোক নিয়ে অবাস্তব স্বপ্ন দেখতে পারেন — কিন্তু যাঁরা হাতেকলমে সংগঠন গড়েছেন তাঁরা জানেন কত বিচিত্র ঘটনা ভাল লোক, 'অনেস্ট' (সৎ) লোক হওয়া সত্ত্বেও ঘটে। এক্জিকিউটিভ্-এর (নেতৃস্থানীয় কোন সংগঠকের) দ্বারা এমন ঘটনা সৎ হওয়া সত্ত্বেও ঘটতে পারে। এসব সমস্যা অনেক জটিল। কীভাবে কর্মীদের সাধারণ বিকাশের রাস্তাগুলিকে 'রেসট্রেইন' (খর্ব) করা হয়, কীভাবে অনেকসময় 'ইনোসেন্ট্লি' (না জেনেশুনেই) তাদের ওপর 'রেসট্রিক্শন ইম্পোজ' করা হয় (বাধানিষেধ চাপানো হয়), কীভাবে দলের অভ্যন্তরে যে গণতান্ত্রিক অধিকার আছে তাকে শৃঙ্খলা রক্ষার নামে চেপে দেওয়া হয়, সে সবই আমাদের জানা আছে। এ ধরনের ঘটনা একটি আদর্শ শ্রমিকশ্রেণীর দলেও ঘটে থাকে, ঘটতে পারে। সুতরাং আমাদের দলে তা ঘটবে না — একথা মনে করার কোন কারণ নেই।

এরকম ঘটনা যদি নেতার ক্ষেত্রেও ঘটে তবে তারও 'ফাইট' (বিরুদ্ধতা) করা দরকার। নাহলে নেতারও অধঃপতন ঘটে, কর্মীদের অধঃপতনকেও এড়ানো যায় না। কিন্তু এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের যথার্থ উপায় কী? কর্মীরা যে অধিকারগুলো অর্জন করেছেন, এর হাত থেকে সেগুলোকে রক্ষা করার সঠিক রাস্তা কী? সেই রাস্তাটা এমন হতে পারে না, পার্টির স্বাস্থ্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অধিকার রক্ষা করার এই সংগ্রাম করতে গিয়ে দলের স্বাস্থ্যই নষ্ট হয়ে গেল। এমন কায়দায় অধিকারের লড়াই শুরু হ'ল যে, পার্টির মধ্যে যতটুকু স্বাস্থ্য ছিল তাও নষ্ট হয়ে গেল। পার্টির অভ্যন্তরে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাড়ল, কোন্দল বাড়ল, সংশয় বাড়ল। প্রত্যেকের মুখে কালিমার ছায়া, কেউ পরিষ্কার করে হাসতে পারেন না, কথা বলতে পারেন না — কিন্তু একে

অপরের আড়ালে পরস্পরের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে চলেছেন। একি সুস্থতার লক্ষণ? মনে রাখা দরকার, সমালোচনা করা আর ঝগড়া করা এক নয়। যদি সমালোচনা দলের স্বার্থে, দলের সংহতি অধিকতর সুদৃঢ় করার অর্থে করা হয় তাহলে আড়ালে সমালোচনার প্রয়োজন কী? যে সমালোচনা একজনের অনুপস্থিতিতে করা হয়ে থাকে তা তার সামনে করা যাবে না কেন? তার জন্য আড়ালের প্রয়োজন হয় কেন? একটু আলাদা করে ফিস ফিস করার দরকার কেন? আবার ঠিক সমালোচনার পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কর্মী ও নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো কোথাও কোন ঘটনা বলছেন বা কারোর সম্পর্কে কিছু আলাপ-আলোচনা করছেন বা হয়তো কোন রেফারেন্স দিচ্ছেন — কিন্তু তাঁরা এইগুলো বলার ক্ষেত্রে ঠিক যেভাবে তা প্রকাশ করছেন, নেতৃত্বের সামনে বা খোলাখুলি পরিবেশে ঠিক সেইভাবে তা করতে পারছেন না বা করেন না। এদের মধ্যে দুটো গ্রুপ আছে। একদল আছেন যাঁরা জেনেশুনে এটা করেন। যদিও এঁদের সংখ্যা বর্তমানে খুবই নগণ্য। তাঁরা 'আন্স্ক্রুপুলাস্' (নীতিহীন)। তাঁরা যে এ ধরনের আচরণ করেন, দলের নেতৃত্বের সে সম্পর্কে খেয়াল আছে বা দলের নেতৃত্ব তা জানেন। কিন্তু দল একদিকে যেমন এই ত্রুটি থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য তাঁদের সময় দিচ্ছে, অপরদিকে দলের সামগ্রিক বা বৃহত্তর স্বার্থে তাঁদের বিরুদ্ধে এখনই কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন মনে করছে না। কিন্তু দলের নেতৃত্ব যে এটা জানেন, আমার কথার দ্বারাই তা আপনারা বুঝতে পারছেন। আর একদল আছেন যাঁরা সৎ হয়েও এ ধরনের আচরণের শিকার হয়ে পড়ছেন। তাঁরা জানেনই না, তাঁদের ক্ষেত্রেও এরকম জিনিস ঘটে। তাঁরা দলের কাছে যখন বলেন — তখন দল, নেতৃত্বের উপস্থিতি এবং পরিবেশের কারণে তাঁদের ওপর যে 'রেস্ট্রেইনিং এফেক্ট' (নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাব) বর্তায় তার ফলে তাঁদের বক্তব্য অন্যরকম হয়ে যায়। কিন্তু আমরা দেখেছি তাঁরা বাইরে যা বলেন, দলের অভ্যন্তরে খোলা পরিবেশে নেতৃত্বের সামনে তা বলেন না। যখন কোন নেতা বা কর্মী এই ধরনের 'রিপোর্ট' বা আলোচনা বা সমালোচনা করেন সেগুলো যে সম্পূর্ণ 'কমিউনিস্ট কোড অফ কনডাক্ট' বা কমিউনিস্ট আচরণবিধিসম্মত নয়, এটা তাঁরা বুঝতেই পারেন না। এ ধরনের ঘটনা ঘটে তাঁদের অজ্ঞাতসারেই এবং এ ধরনের আচরণের সপক্ষে 'র‍্যাশানালাইজেশন'-এর (সুবিধামত যুক্তিধারার) পথ বেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য হয়েই এটা তাঁদের ক্ষেত্রে ঘটে। তাঁদের এ বিষয়ে সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যাঁরা জেনেশুনে এটা করেন তাঁদেরও ভেবে দেখা দরকার, এটাতে তাঁদের কি লাভ হচ্ছে? যে বিপ্লবের জন্য তাঁরা জীবনকে নিয়োগ করেছেন সেই বিপ্লবের কাজ এর দ্বারা কতটা এগোচ্ছে ? এভাবে যাঁরা আচরণ করেন তাঁরা নিজেদের এ প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেন না। করলে তাঁরা সহজেই দেখতে পেতেন, তাঁরা নিজেরা কতটা অসুস্থ। এ ধরনের আলোচনা বা সমালোচনা কমিউনিস্ট কোড অফ্ কনডাক্ট্ সম্মত নয়, এ নিছক আত্মতৃপ্তি। এর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যেটা 'ইম্পার্সোনাল' (নৈর্ব্যক্তিক) নয়, দলের স্বার্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। কোন নেতা বা কর্মীর বিরুদ্ধে যদি কোন আলোচনা বা সমালোচনা হয় তাহলে সেই নেতা বা কর্মীর পেছনে যা বলা যায়, তাঁর সামনেও তা বলা যায়। এমনকী হেসে হেসেই তা বলা যায়। তাতে বরঞ্চ সম্পর্ক ভাল হয়, সংহতি আরও সুদৃঢ় হয়।

আমি এখানে আর একটি জিনিস বলতে চাই। পার্টি কমরেডরা পরস্পরের মধ্যে মতভেদ নিয়ে তর্ক করতে করতে কখনও কখনও উত্তেজিত হয়ে যেতে পারেন, এমনকী উত্তেজনার মুখে 'টেম্পার' (সংযম) রাখতে না পেরে কোন কমরেড হয়তো আর একটি কমরেডকে মেরেও দিতে পারেন। এরকম ঘটনা ঘটে যেতে পারে, এটা অস্বাভাবিক নয়। তবুও সবসময়ই মনে রাখতে হবে, সাধারণত এ জিনিস হওয়া উচিত নয়। এমন কাণ্ড যদি ঘটে যায়, কেউ তর্ক করতে করতে নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি, সেক্ষেত্রে যিনি মারবেন তিনি লজ্জিত হবেন এবং ভবিষ্যতে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করবেন। কারণ কমরেডদের মনে রাখতে হবে, আমাদের তর্কবিতর্কের উদ্দেশ্য কী? আমাদের তর্কবিতর্কের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিপ্লবের এবং দলের স্বার্থে নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্যের বিষয়গুলিকে সমাধান করে নিয়ে নিজেদের সংহতিকে আরও সুদৃঢ় করা। কিন্তু আচরণ যদি এরূপ হয় যা সংহতি গড়ে তোলার পরিবর্তে তা বিঘ্নিত করে, নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে এবং তর্কবিতর্কের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেয় তাহলে তা কমরেডদের পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু এ সত্ত্বেও যদি কখনও এ ধরনের ঘটনা ঘটে যায় তাহলে যিনি মার খাবেন তাকেও এরকমভাবে ভাবতে হবে, দু'জনে পরস্পর কমরেড বলেই অপরের পক্ষে এ আচরণ সম্ভব হয়েছে। কেননা রেগে গেলে বা উত্তেজিত হলে অপরিচিত পাঁচ পাবলিককে সাধারণত কেউ চড় দেয় না, বা মারতে ওঠে না। অতএব এ ধরনের ঘটনা কখনও ঘটে গেলে তাতে মন খারাপ করার কী আছে? বরঞ্চ তিনি নিজে আলোচনা ও তর্কবিতর্কের মূল

উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে বুঝে, যিনি এ ধরনের আচরণ করেছেন, তাকেও সেটা বোঝাবার চেষ্টা করবেন। ফলে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে তাকে অন্যভাবে নেওয়ার কোন মানে নেই। তাকে অন্যভাবে নেওয়ার মানে হ'ল, যিনি এটাকে অন্যভাবে নিলেন, বুঝতে হবে, পার্টির ভিতরেও তার আলাদা একটা ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। তাহলে যে কর্মী পার্টির জন্য জীবন দিতে পারেন, অথচ তাঁর ব্যক্তিসত্তা বিসর্জন দিতে পারেন না, তাঁর অহম্ এবং মিথ্যা মর্যাদাবোধ বিসর্জন দিতে পারেন না, তিনি কেমন বিপ্লবী ? সুতরাং যে কর্মী ময়দানে বিপ্লবের জন্য গরম গরম বক্তৃতা দেন, জীবন দিতে পারেন বলেন, জেলে যান — অথচ নিজের অহম্কে পরিত্যাগ করতে পারেন না, তিনি আসলে মেকি বিপ্লবী। একদিন না একদিন এই মেকিত্ব ধরা পড়ে যায়ই। হাজার বিপ্লব ও ফাঁসি কাঠে যাওয়ার পরেও এই মেকিত্ব ধরা না পড়ে পারে না। হয়তো সরাসরি 'ফিল্দি' (নোংরা) রূপ নিয়ে ধরা পড়ে না। কিন্তু যত 'ইন্টেলেক্চুয়াল গার্ব্' (বুদ্ধিমত্তার আড়াল) নিয়েই চলুক না কেন, এ ধরা পড়তে বাধ্য। কর্মীদের একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, যত ক্ষুদ্র আকারেই হোক না কেন, ব্যক্তিবাদ বা অহম্বোধ এইভাবে থেকে গেলে একদিন এর থেকেই রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, হঠকারিতা ও সংশোধনবাদের জন্ম হয়। নাহলে এ জিনিস কোনমতেই বোঝা যাবে না, একদিনের বহু স্বার্থত্যাগকারী একজন বিপ্লবী কর্মী কীভাবে পরবর্তী জীবনে সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলন থেকে ধীরে ধীরে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যান বা সংশোধনবাদীতে রূপান্তরিত হন।

মনে রাখা দরকার, সমস্ত তর্কবিতর্ক ও আলোচনার ক্ষেত্রে যেখানে বিপ্লবী তত্ত্ব নিয়ে লড়াই সেখানে শত্রুতা গড়ে ওঠার কোন সুযোগ নেই। পার্টির জন্য যিনি জীবন দিতে পারেন তাঁর পার্টি সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ মনোভাব হবে কেন? হয়তো এমন হতে পারে, পার্টির কোন সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারছেন না। যদি এই মতপার্থক্যের চরিত্র মৌলিক হয় তাহলে তিনি আলাদা পার্টি করবেন। সেখানে লড়াই তাঁর সোজা — সরাসরি লড়াই। সেখানে 'ক্লিক্-কোটারি'র (গোষ্ঠী চক্রান্তের) কোন ব্যাপারই নেই। সমস্ত ব্যাপারটাই সরাসরি। এক্ষেত্রে তাঁর তো ফিস্ ফিস্ করার কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি ব্যাপারটা এমন হয়, পার্টির মূল রাজনৈতিক বক্তব্যের সাথে তাঁর মিল আছে — এই পার্টিই তিনি করবেন, এটাই তাঁর সিদ্ধান্ত — কিন্তু কতগুলো ব্যাপারে মতপার্থক্য ঘটেছে, তাহলে সেগুলো সরাসরি আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাধান করে নেবেন। তার জন্য পার্টির মধ্যে একদল কর্মীর বিরুদ্ধে আর একদল কর্মীর, এর সাথে তার — এইরূপ নানাভাবে নানাজনের পারস্পরিক সম্পর্ককে বিষিয়ে তোলার কোন প্রয়োজন নেই। পার্টির অভ্যন্তরে আমরা অনেক কথা ভাবি। এই ভাবনা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত দুই-ই। কিন্তু কর্মীদের মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিগত ভাবনা — সমষ্টিগত ভাবনারই ব্যক্তি-প্রতিফলন হওয়া দরকার। ফলে এই ব্যক্তিগত ভাবনার রীতিটা সব ব্যাপারে কী হওয়া উচিত ? তা হচ্ছে, এই ব্যক্তিগত ভাবনার সাথে দলগত ভাবনার যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সেটাকে 'রিজল্ভ্' (সমাধান) করে প্রতিটি ব্যাপারে দলগত ভাবনাকেই গ্রহণ করতে হবে। এটাই হচ্ছে দলের সাথে ব্যক্তির 'আইডেন্টিফিকেশন'-এর (নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার) সংগ্রামের পূর্ব শর্ত। এই সংগ্রামের মধ্যে প্রত্যেকে নিজেকে নিযুক্ত করতে না পারলে — কেন একজন কর্মীর কাছে আর একজনের চলন বাঁকা লাগে, কেন একজন আর একজনকে পছন্দ করেন না — সেটা বের করা যাবে না। আসলে এসব ব্যাপারের মধ্যে একটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক দিক যদি না থাকতো তাহলে তা নিয়ে কোন সমস্যাই ছিল না। মনে করুন, একজন কর্মী নিজে মনে মনে ভেবে নিলেন, কোন ব্যাপারে নেতাদের একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। ফলে তিনি মনে করলেন, এটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে তা প্রকাশ না করে নিজের মনে মনে সেই ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। অর্থাৎ তিনি নিজেই ঠিক করে নিলেন, কোন ব্যাপারে পার্টির একদল নেতা একরকম মনে করেন, আর একদল নেতা অন্যরকম মনে করেন, আবার তিনি নিজে আর একরকম মনে করেন। তাহলে ফলটা কী দাঁড়ায়? বিভিন্ন নেতা, বিভিন্ন কর্মী, দলের মধ্যে কোন 'ইন্ডিভিজুয়াল্' (বিশেষ কমরেড) সম্পর্কে নিজেদের ব্যক্তিগত ধারণাগুলোকে লালনপালন করতে থাকবেন। এই ধরনের আচরণ ঘটতে থাকলে তা পার্টির অভ্যন্তরে সমষ্টিগত ধ্যানধারণা, 'ইউনিফর্মিটি অব থিঙ্কিং' (চিন্তার ঐক্য) ও 'ওয়ান্নেস্ ইন অ্যাপ্রোচ' (অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি) গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় শুধু যে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করে তাই নয়, তা ব্যক্তিগত জীবনধারাকেও প্রভাবিত করে। অথচ এইসব জিনিস দলের মধ্যে আক্ছার ঘটছে। এমনকী ভাল ভাল কর্মীরাও এর ভিক্টিম হচ্ছেন। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মার্কসবাদীদের দেখি, তাঁরা মনস্তত্ত্ব নিয়ে বেশি মাথা ঘামান না। কিন্তু আমি মনস্তত্ত্ব নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি। ফলে অনেক জিনিস আমার চোখে পড়ে। কিন্তু ব্যাপারটা আমার

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলে না। কেননা বিষয়টা ব্যক্তিগত নয় — সমষ্টিগত। তাই পার্টিগত আন্দোলনের আবহাওয়াকেই পরিবর্তন করা দরকার। একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেও যখন সমস্যা দেখা দেয় সেই আলোচনাটাও 'ইম্‌পার্সোনাল' (নৈর্ব্যক্তিক) হওয়া দরকার।

কর্মীদের একটা কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে, মতপার্থক্যের বিষয়বস্তু যত তুচ্ছই হোক্, ছোটখাটো ঘটনা বিচারের ক্ষেত্রেও যদি ভিন্ন মত থাকে, তাকে তুচ্ছ বলে সমাধান না করে নিলে সেটা একদিন রাজনীতির ক্ষেত্রেও ব্যাপক আকার নিয়ে দেখা দিতে পারে। তাই তুচ্ছ বলে মনে করে কোন ঘটনাকেই এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। অনেক সময় আলোচনা করলে দেখা যায়, অনেক কর্মী স্বীকার করেন তাঁদের মধ্যে একটু অন্য ধারণা আছে। তবে তাঁরা মনে করেন সেটা খুবই 'ইন্‌সিগ্‌নিফিক্যান্ট' (নগণ্য)। ফলে আলোচনা করে সেসব জিনিস তাঁরা 'থ্র্যাশ্ আউট' (দূর) করতে চান না, বা পরিষ্কার করে নেন না। প্রশ্ন করলে বলেন, ওটা এমন কিছু নয়। বলেন, বৃহত্তর ক্ষেত্রে তো ঐক্য আছে — ফলে এসব নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কিছু নেই। আমি বলি, এত ইন্‌সিগ্‌নিফিক্যান্ট যদি তাঁরা মনে করেন তাহলে তাঁদের মনের মধ্যে এত দ্বন্দ্ব দেখা দেয় কেন, এবং তা তাঁদের মনকে এত অশান্ত করে তোলে কেন, বা তাঁরা এত অসন্তুষ্ট বা 'ডিস্‌টার্ব ফিল্' (বিরক্তি অনুভব) করেন কেন? আসলে মুখে তাঁরা যাই বলুন, তাঁদের কাছে এটা তুচ্ছ নয়। এ প্রসঙ্গে আর একটা বিষয় মনে রাখা দরকার। কোন কর্মীর মতপার্থক্যের কোন বিষয়বস্তু বা কোন ধারণা যত তুচ্ছই হোক, সেটা আলোচনা করে সমাধান না করে নিলে সেটা তাঁর চিন্তার প্রক্রিয়াকে, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকে, যত সূক্ষ্মভাবেই হোক প্রভাবিত করে। এসব মনোভাবের ফলে অনেক ভাল ভাল কর্মীর অনেক ক্ষতি হয়। তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে ফেলেন। পার্টির মূল রাজনীতিটা যদি ঠিক থাকে তাহলে পার্টিটা এগিয়ে যাবেই, ভাল কর্মীরা এগোবেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও কর্মীদের মধ্যে এ ধরনের মনোভাব থাকলে তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতার সমস্তটা সদ্ব্যবহার হবে না।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা কর্মীদের সবসময় মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে, মন হ'ল অনেকটা আয়নার মত। আয়না যেমন ঝকঝকে না রাখলে মুখের প্রতিবিম্ব ভাল পড়ে না, তেমনি ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে হোক্, বা কোনও একটা কমরেড সম্পর্কে কোন ভাবনা বা 'গ্রিভান্স্' (বিক্ষোভের মনোভাব) নিয়ে হোক্, অথবা দলের তত্ত্বগত বা সংগঠনগত কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করেই হোক্ — তার মধ্যে ভুলশুদ্ধ কী আছে না আছে সেকথা বলছি না — সেটা তো বিচার বিবেচনার প্রক্রিয়াতেই ধরা পড়বে — কারোর মন যদি অপ্রসন্ন থাকে, বা ভার হয়ে থাকে তাহলে বিভিন্ন আন্দোলন, বিভিন্ন ঘটনা, কমরেডদের জীবনযাত্রা —অর্থাৎ পার্টির মধ্যে যা কিছু ঘটছে তার প্রতিচ্ছবি তাঁর মনের মধ্যে কী হবে? সেই প্রতিচ্ছবি কিছুতেই পরিষ্কার হতে পারে না। 'দেন্ ওয়ান্ টেক্স্ এ ফল্‌স পিক্‌চার অব দ্য রিয়্যালিটি, সিন্‌স্ ইট ইজ এ ক্লাউডি গ্লাস্' (তাহলে বাস্তব ঘটনার অসত্য প্রতিচ্ছবি তিনি দেখবেন — কারণ আয়নাটা তাঁর অস্বচ্ছ)। মন যদি অস্বচ্ছ থাকে তবে বাস্তব জগতের যথার্থ প্রতিফলন ঘটতেই পারে না। ভাল ভাল অনেক কিছু দেখবার থাকলেও, এবং সেটা দেখবার মত কারোর ক্ষমতা থাকলেও, মন স্বচ্ছ না থাকলে তা তিনি দেখতে পাবেন না। তাতে যিনি দেখতে পেলেন না তাঁরই ক্ষতি। কারণ ধীশক্তি, বুদ্ধি এবং 'ইন্‌টেলিজেন্স্' (বিচারক্ষমতা) থাকা সত্ত্বেও তিনি একটা সত্যকে দেখতে পেলেন না। তাই আমি বলি, অযথা মনকে ভারাক্রান্ত করবেন না। মন ভারাক্রান্ত থাকলে বাস্তব জগতের সঠিক প্রতিফলন হয় না। তাই যা কিছু বক্তব্য থাকুক এবং তা যত তুচ্ছই হোক্ না কেন, তাকে আলোচনার দ্বারা 'রিজল্‌ভ্' (সমাধান) করে আপনাদের মনকে মুক্ত করতে হবে। আর তা করতে পারলেই আপনারা বাস্তব জগতকে, যথার্থ সত্যকে অবিকৃতরূপে দেখতে পাবেন। এ সত্ত্বেও ভুল হতে পারে এবং হবে — সেটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং বোঝবার ক্ষমতার ওপর। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র তত্ত্ব চর্চার দ্বারা আমরা আমাদের মনকে পরিষ্কার রাখতে পারি না। মনকে পরিষ্কার রাখতে হলে জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী আদর্শকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সংগ্রাম এবং পার্টির নেতৃত্বে জনগণের সংগ্রাম নিরলসভাবে চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

যে সমস্ত কর্মীরা নিজেদের ত্রুটিমুক্ত করার জন্য পার্টির এই সর্বাত্মক সংগ্রামে নিজেকে জড়িত করেন না, পার্টি তাঁদের হাতে করে গড়ার চেষ্টা করলেও তাঁরা নিজেদের এই ত্রুটি থেকে মুক্ত করতে পারেন না এবং এর ফলে তাঁরা এই অভ্যাসের জন্য কিছুতেই পার্টির সাংগঠনিক 'অর্গ্যানিজম্'-এর (সজীব প্রক্রিয়ার) অঙ্গ হতে পারেন না। নেতৃত্ব চেষ্টা করে তাঁদের সাংগঠনিক সজীব প্রক্রিয়ার মধ্যে জড়াতে চাইলেও তাঁরা

জড়ান না। ফলে তাঁদের মধ্যে যদি বড় নেতা হবার কোন সুপ্ত ক্ষমতা থাকে সেটাকেও তাঁরা বিঘ্নিত করেন, আর ক্রমাগত খুঁত ধরতে থাকেন নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে। অনেক ভাল ভাল কর্মীর মধ্যেও এসব ঘটে থাকে। তাই পার্টিকে শুধু তত্ত্ব দেখলে চলে না, কে কত ভাল বক্তৃতা দিতে পারেন তা দেখলে চলে না — আরও একটা জিনিস পার্টিকে দেখতে হয়। সেটা হচ্ছে, পার্টির সাংগঠনিক সজীব প্রক্রিয়ায় কর্মীদের যুক্ত হওয়ার দিক। দেখতে হয়, কর্মীদের ক্ষেত্রে শ্রেণীচেতনার 'আইডেন্টিফিকেশন্'-এর (একাত্মতার) দিকটা কত প্রবল। এর মধ্যেও আবার কত বিপত্তি ঘটে। যাঁর মধ্যে হয়ত আজ শ্রেণীচেতনার একাত্মতার দিকটা খুব প্রবল, পার্টি সম্পর্কে 'ফিলিং' (অনুভূতি) খুব 'সেন্সিটিভ্' (তীব্র), তাঁরাও আবার অনেক সময় একদিন আশ্চর্যরকমভাবে পরিবর্তিত হয়ে যান। সুতরাং মনে রাখতে হবে, দল ও বিপ্লবের সাথে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার এই সংগ্রামে সমস্ত কর্মী ও নেতার কোনও 'টেস্ট্'-ই (পরীক্ষাই) 'ফাইনাল' (চূড়ান্ত) পরীক্ষা নয়। সংগ্রাম সবসময় ঠিকমতো চালাতে না পারলে, কর্মীদের মধ্যে আত্মসন্তুষ্টি বা গর্ববোধ 'ডেভেলপ্' করলে (গড়ে উঠলে), তাঁদেরও পতন ঘটতে থাকে এবং এইভাবে চলতে থাকলে তাঁরাও একদিন বিপ্লববিরোধী তথা পার্টিবিরোধী হয়ে পড়েন। এতে তাঁদের নিজেদেরও ক্ষতি সাধিত হয়, দলেরও ক্ষতি সাধিত হয়।

এ প্রসঙ্গে দায়িত্বশীল কর্মী ও নেতাদের সম্পর্কেও কিছু বলার প্রয়োজন আছে। বিপ্লবী আন্দোলনে সংগঠন গড়তে গিয়ে, পার্টির কর্মসূচি কাজে রূপ দিতে গিয়ে, নেতাদের ও দায়িত্বশীল কর্মীদেরও ভুলত্রুটি হয়, হতে পারে এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক। মনে রাখা দরকার, এই ভুলত্রুটিতে দলের সংহতি দুর্বল হয় না যদি ভুলত্রুটিগুলিকে সঠিকভাবে বুঝে তাকে সংশোধন করে নেওয়া যায়।

কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলন পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই সমস্ত নেতাদের দ্বারা — যাঁরা সংসদীয় রাজনীতির 'ফোরামে' অংশগ্রহণ করার দ্বারা, অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে যাওয়ার পর অধিকতর জনপ্রিয় হওয়ার ঝোঁকে কমিউনিস্ট রীতিবিরোধী 'পপুলিস্ট' 'জেসচার্'-এর (চালচলনের) দিকে ঝুঁকতে থাকেন এবং অন্যদিকে পার্টির সাথে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার প্রতিনিয়ত সংগ্রামে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকেন। আমি আগেই বলেছি, কোন কর্মী ও নেতার কোনও পরীক্ষাই চূড়ান্ত পরীক্ষা নয়। সংগ্রাম ঠিকমতো চালাতে না পারলে, 'কম্প্লাসেন্সি'র (আত্মসন্তুষ্টির) মনোভাব গড়ে উঠলে, তাদেরও পতন ঘটতে থাকে। বিপ্লবী কর্মীদের এবং নেতাদের এই কথাটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে, জনসাধারণের সঙ্গে মিশে সমস্ত প্রকার অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনতাকে প্রতিনিয়ত সংগঠিত করার সময়ে জনতার সঙ্গে মেশার ক্ষেত্রে তাঁরা যেন সর্বদাই প্রোলেটারিয়ান ন্যায়নীতির দ্বারা পরিচালিত হন এবং সহজে জনপ্রিয় হবার ঝোঁকে কোনসময়েই বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া ভণ্ডামির — অর্থাৎ বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়াদের মত 'পপুলিস্ট' চালচলন বা 'মুভমেন্ট'-এর (আচার-আচরণের) শিকার না হয়ে পড়েন। মনে রাখা দরকার, জনসাধারণের সাথে সংযোগ রক্ষা করে তাদের সংঘবদ্ধ করা ও সংগঠিত করার সময়ে বিপ্লবীদের আচরণ ও রুচিগত মানের যে প্রকাশ ঘটে, তার দ্বারাই অনেকসময় বিপ্লবী তত্ত্বের উপলব্ধি জনতার সামনে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয় এবং জনতার রুচির মানও তার দ্বারা ধীরে ধীরে উন্নত হয়। আবার সাথে সাথে একথাও মনে রাখা দরকার, বিপ্লবীদের আচরণ যেমন বিপ্লবী চেতনা, রুচি ও মানসিকতায় জনতাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে তেমনি জনতার কাছ থেকেও বিপ্লবীদের অনেক কিছু শেখার আছে। কিন্তু জনতার কাছ থেকে একমাত্র তাঁরাই শিখতে পারেন যাঁরা বিপ্লবী আদর্শকে ভিত্তি করে বিপ্লবী কায়দায় জনতার সাথে মিশতে পারেন। তা নাহলে তার ফল কী দাঁড়ায়? বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া পপুলিস্ট চালচলন এবং আচার-আচরণের শিকার হয়ে গিয়ে সহজে জনপ্রিয় হবার ঝোঁকে জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান সমাজব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়মে যে রুচিবোধ গড়ে উঠেছে তাকেই ক্রমাগত সন্তুষ্ট রাখতে গিয়ে বিপ্লবী কর্মী ও নেতাদের রুচির মানও ক্রমাগত নিচের দিকে নামতে থাকে। এই বিপ্লবী কায়দা আয়ত্ত করার প্রধান বিষয় হ'ল, বুর্জোয়াদের পপুলিস্ট চালচলন ও আচার-আচরণের দ্বারা জনপ্রিয়তা অর্জন করার প্রক্রিয়াটির সাথে বিপ্লবীদের 'পপুলার' হওয়ার সম্পূর্ণ যে ভিন্ন চরিত্র বর্তমান, বিপ্লবী তত্ত্বের ক্রমাগত চর্চা ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তা অর্জন করা। নাহলে মুখে বিপ্লবী তত্ত্ব এবং বিপ্লবী আদর্শের কথা বলব আর আচরণ করব বুর্জোয়াদের মতো, এ হলে 'বিপ্লবী' কথাটা একটা কথার কথাই থেকে যায়। সংখ্যায় কম হলেও যে সমস্ত নেতা ও কর্মীদের মধ্যে এ ধরনের লক্ষণ কম হলেও দেখা যাচ্ছে, তাদের এবিষয়ে সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে।

আবার অনেকসময় দেখা যায়, কিছু কিছু দায়িত্বশীল নেতা ও পুরনো কর্মী দলের কর্মীদের সাথে

'অ্যাসোসিয়েশন' (সাহচর্য) দিতে পারেন না। অন্যান্য কর্মীরা সামনে এলেই তাঁরা হয় বই পড়েন, নয় কাগজ পড়েন, অথবা অন্য কিছু করেন। অর্থাৎ সবসময় দলের কর্মীদের সামনে একটা ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখাবার প্রবণতা তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। অথচ অন্যদিকে দেখা যায়, দলের কর্মী নয় এমন সব সামাজিক বন্ধু বা আত্মীয়দের সাথে তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'এইম্‌লেস্' (উদ্দেশ্যহীন) আড্ডা দিয়ে যাচ্ছেন — যেসব গল্পগুজব ও আলাপ-আলোচনা স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও উদ্দেশ্যহীন হয়ে থাকে। ফলে দল বহির্ভূত এই সমস্ত লোকদের সাথে সাহচর্য দেওয়ার মারফত তাঁরা তাঁদের সেই সমস্ত আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবদের বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট করতে তো পারেনই না, উপরন্তু নিজেরাই অজ্ঞাতসারে তাঁদের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। এইভাবে যাঁরা দলের কর্মীদের সাথে সাহচর্য দেন না, তাঁদের সাথে সাংস্কৃতিক ও ভাবগত আদানপ্রদান করেন না, তাঁরা কী করেন? স্বভাবতঃই তাঁরা দলের বাইরে অন্য সাহচর্য থেকে তাঁদের সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মানসিক মালমশলা যা কিছু সংগ্রহ করতে থাকেন এবং তার ফলে তাঁদের বিপ্লবী রুচি ক্রমাগত নিচের দিকে নামতে থাকে।

আর একটি জিনিস হচ্ছে, কর্মীদের মধ্যে পরস্পর আলোচনা ও সমালোচনার ক্ষেত্রে একে অপরের ত্রুটি ধরার এবং তা নিয়ে অহেতুক সমালোচনা করার একটা প্রবণতা দলের অভ্যন্তরে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। এইভাবে সমালোচনার ক্ষেত্রে কমরেডরা প্রায়শঃই কমিউনিস্ট রীতিনীতি মেনে চলেন না। কমিউনিস্টরা প্রতিটি মানুষকে বিচারের ক্ষেত্রে প্রথমে নিজের দোষ থেকে শুরু করে এবং অপরের গুণ থেকে শুরু করে। কমিউনিস্টরা জানে, প্রতিটি মানুষই দোষে-গুণে মানুষ। এমন কোন মহৎ বা বিরাট মানুষ হতে পারেন না যাঁর সম্পূর্ণটাই গুণ, একেবারে দোষ নেই। আবার এমন খারাপ মানুষ থাকতে পারেন না যাঁর সবটাই দোষ, কোন গুণ নেই। প্রতিটি মানুষই কমবেশি দোষে-গুণে মিলিয়ে মানুষ। কাজেই অপরের দোষগুলিকে দূর করে তাঁর গুণগুলিকে বিকশিত করতে হলে দোষগুলি নিয়ে ক্রমাগত না খুঁচিয়ে তাঁর যতটুকু গুণ আছে তাকে উৎসাহিত করাই হচ্ছে কমিউনিস্ট রীতিসম্মত কাজ। আর এইভাবেই তার গুণগুলিকে উৎসাহিত করার পথে সেই ব্যক্তির গুণাবলী বৃদ্ধির সাথে সাথে দোষগুলি 'এলিমিনেটেড' (দূর) হয়ে যায়। কর্মীরা সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রায়শঃই এই জিনিসটি খেয়াল করেন না। এটা খেয়াল করলেই দেখতে পেতেন, দলের মধ্যে যে কর্মীটি অত্যন্ত 'স্নিকি' (নিচু রুচিসম্পন্ন) তাঁর মধ্যেও একটা মহৎ গুণ আছে যেটা বাইরের সাধারণ মানুষ থেকে তাঁকে মহৎ করেছে। তিনি নিচু চরিত্রের হওয়া সত্ত্বেও দেশ, বিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণীর জন্য লড়াই করতে চান যা অন্যেরা চান না। এইটুকু চেয়েছেন বলেই তিনি এসেছেন। তাঁর এই দিকটিকে আমরা কিছুতেই ছোট করে দেখতে পারি না। সমালোচনার ক্ষেত্রে নেতা ও কর্মীদের সবসময় এই কথাটা মনে রাখতে হবে। দলের মধ্যে যাঁরাই এসেছেন, বিশেষ করে আমাদের দলে, সাধারণ মানুষ থেকে তাঁরা অন্তত একটা 'স্টেপ' (পা) এগিয়ে আছেন এবং এজন্যই তিনি আমাদের কমরেড হয়েছেন। সেই কর্মীটিকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, যে বিপ্লবের জন্য তিনি দলে এসেছেন, তাঁর ঐ মানসিক আচরণের জন্য সেই বিপ্লবকেই তিনি বিঘ্নিত করছেন। এটা তাঁকে বুঝতে হবে এবং অন্যদেরও তাঁকে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে। সেই কমরেডটিকেও ভাবতে হবে, তিনি বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য লড়তে রাজি, জেল খাটতে রাজি, এমনকী প্রাণ দিতেও রাজি। অথচ যে বিপ্লবের জন্য তিনি এসব করতে রাজি — তাঁর স্বভাব, সংস্কার এবং অভ্যাসগুলো যদি পার্টি এবং বিপ্লবের স্বার্থেই আঘাত হানে — তাহলে তিনি সেগুলোকে বজায় রাখবেন কেন এবং শোধরাবার জন্য চেষ্টা করবেন না কেন? তাঁকে এটা ভাবতে হবে, তিনি যদি নিচুই থেকে যান তাহলে দল করতে এলেন কেন? দল করার জন্য কেউ তো তাঁকে মাথার দিব্যি দেয়নি। এ তো আর 'মার্চেন্ট অফিস' নয় যে, চাকরির জন্য দশটা-পাঁচটা ডিউটি দিতে হবে। এখানে আমরা সব ভলান্টিয়ার, স্বেচ্ছায় এসেছি। প্রত্যেকেই একথা বুঝেছেন, শুধু সমাজের মুক্তিই নয়, এমনকী তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে মুক্তি অর্জনের প্রশ্নটিও শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সাথে আজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। আর, এটা বুঝেছেন বলেই তিনি এসেছেন। স্বেচ্ছায় শ্রমিকশ্রেণীর সাথে নিজের মুক্তির সংগ্রামকে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন — অন্তত দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সেই সংগ্রামটা ভালভাবে শেখার জন্যই তো অন্য কোন পার্টিতে না গিয়ে তিনি সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে এসেছিলেন। তাহলে এসব জেনেশুনেও তিনি এরকম আচরণ করবেন কেন? এইভাবে সেই কমরেডটিকে সমস্ত জিনিস বুঝেই নিজেকে শোধরাবার চেষ্টা করতে হবে।

আমি কমরেডদের আবার বলি, নেতৃত্ব সম্বন্ধে, নানাপ্রকার কাজকর্ম সম্পর্কে কর্মীদের অনেক সময়ে

অনেক কিছু বলার থাকতে পারে। এরকম বহু ত্রুটি পার্টিতে আছে এবং থাকতে পারে। আমরা সাধ্যমতো সেগুলোকে শোধরাবার চেষ্টা করছি এবং করব। এমন কিছু প্ল্যান, প্রোগ্রাম বা কোন কিছু থাকতে পারে কি যা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত? কোনও মার্কসবাদী এভাবে বিষয়গুলোকে দেখেন না। একমাত্র 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌ মঙ্গার'-রাই (নীতিবাগীশরাই) এভাবে সমস্যাকে দেখে থাকেন। তাহলে দলের অভ্যন্তরে কোন ত্রুটিবিচ্যুতি দেখলে কমরেডরা যেমন তাকে ছেড়ে দেবেন না, আবার তা নিয়ে অসন্তোষও ছড়াবেন না। কেননা একাজ অত্যন্ত ক্ষতিকারক। মতপার্থক্য ঘটলেই অসন্তুষ্টির মনোভাব ছড়াবেন কেন? ব্যাপারটা যদি লড়াই করার মতো হয় তাহলে তা নিয়ে উপযুক্ত পদ্ধতিতে লড়বেন। সেই লড়াই করার সময়ও কমরেডসুলভ মনোভাব নিয়েই লড়বেন। একটা জিনিস কেউ অন্যায় বলে মনে করছেন, হয়তো সেটা তাঁর ভুলও হতে পারে — কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সমাধান হচ্ছে ততক্ষণ পার্টির স্বার্থেই তাঁকে লড়তে হবে। তাহলে সেই ব্যাপারটা পার্টির কাছে বলবেন না তো কার কাছে বলবেন? কিন্তু প্রায়ই কোন কোন কর্মীর ক্ষেত্রে উলটো জিনিস ঘটতে দেখা যায়। নেহাৎ ঠেকলে বা চাপাচাপি করলে বা এর তার সঙ্গে পরামর্শ করে অনেক ভেবে তাঁরা পার্টির কাছে আসেন — সরাসরি পার্টির কাছে আসেন না। আগে পাঁচজনের সাথে ফিস ফিস করেন, আড়ালে 'গসিপ্‌' (গুজগুজ ফিসফিস) করেন, তাঁদের মনের মধ্যে যে বিক্ষোভ আছে সেটা দশজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেন, তারপর হঠাৎ খেয়াল হলে তবে তাঁরা দলের কাছে আসেন এবং প্রশ্নটির মীমাংসা করে যান। আবার অনেকসময় কারোর কারোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, আলাপ-আলোচনার পর নিজের মতের সঙ্গে না মিললে তাঁরা হয়তো শেষপর্যন্ত মেনে যান — কিন্তু সম্মিলিত সিদ্ধান্তের কাছে 'হ্যাপিলি সাব্‌মিট' (আনন্দের সাথে নিজেকে সমর্পণ) করতে পারেন না। এটা হওয়া উচিত নয়। যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা যতদূর করা সম্ভব — কর্মীরা তা করবেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সন্তুষ্ট না হতে পারলে সিদ্ধান্ত জানতে চাইবেন। সিদ্ধান্ত জেনে আনন্দের সঙ্গে তাকে মেনে নেবেন। চিন্তাগত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দিক কিছু না থাকলে এতে অসন্তুষ্ট হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

কোন আলোচনায় কোন কর্মী সন্তুষ্ট হলেন না বলে অসন্তোষের মনোভাব ছড়াবার আগে তাঁকে ভাবতে হবে, তিনি যদি নেতৃত্বে থাকতেন তাহলে পার্টির এবং বিপ্লবের সামগ্রিক স্বার্থ বিচার করে বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি কী সিদ্ধান্ত নিতেন? অথবা তাঁকে ভাবতে হবে ভবিষ্যতে যদি তিনি কোনদিন নেতৃত্বে যান এবং তখন ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতিতে অন্য একজন কর্মী তাঁর সাথে আলোচনায় সন্তুষ্ট না হয়ে অসন্তোষের মনোভাব ছড়াতে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে দলের সংহতি রক্ষা হবে কী করে? সেইজন্যই আমরা বলি, পার্টির সিদ্ধান্তের কাছে আনন্দের সাথে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। কমরেডদের আর একটা কথা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, কমিউনিস্ট আচরণবিধি অনুযায়ী কারোর কোন আচরণ সম্পর্কে আলোচনা বা সমালোচনা করার সময়, যার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হচ্ছে, নিজেকে আগে তার জায়গায় স্থাপন করে তবে তার বিচার বা সমালোচনা করতে হয়। নাহলে আলোচনার ধারা কখনই 'ইম্‌পার্সোনাল' (নৈর্ব্যক্তিক) হতে পারে না। এইভাবে চেষ্টার দ্বারাই কর্মীরা অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন, দরকার হলে আবার লড়বেন। কিন্তু সবটাই লড়বেন খোলা পরিবেশে। খোলাখুলি বলতে এটাই বোঝায়, দলের নেতৃত্বের কাছে কর্মীদের কোন কিছুই গোপন থাকতে পারে না। কিন্তু কিছু কমরেডের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়, দলের নেতৃত্ব ও দলের কাছে তাঁদের অনেক কিছু গোপনীয় থাকে। কিন্তু অনেক সাধারণ কমরেডের কাছে তাঁদের কিছু গোপনীয় থাকে না। যাঁরা এ ধরনের আচরণ করেন তাঁরা নিজেদের মনকে একটু বিশ্লেষণ করলে দেখবেন, তাঁরা নিজেরাও সুখী নন। এর দ্বারা দলের সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতি তো হয়ই, উপরন্তু সেই সমস্ত কমরেডদের নিজেদেরও কোন লাভ হয় না। দলের মধ্যে আর একধরনের সমালোচনা চলে যা ভাল ভাল কর্মীরা করেন, যে আলোচনায় 'ডিফিট' (পরাজয়) হওয়া সত্ত্বেও আনন্দ পাওয়া যায় — প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়। কারণ তাঁরা সত্যের জন্য লড়ছেন। মনে রাখা প্রয়োজন, দলের কাছে আনন্দের সঙ্গে নিজেকে সমর্পণ করার মধ্যে 'হিউমিলিয়েশন'-এর (অবমাননার) কোন স্থান নেই।

রাজনীতিতে প্রায়ই একদল লোক দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা সবসময় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁদের যত বয়স বাড়তে থাকে, অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে তাঁদের অহম্‌ও বাড়তে থাকে। কেননা যত তাঁরা লড়াই করুন আর অভিজ্ঞতা অর্জন করুন না কেন, ব্যক্তিসত্তাকে দলের সাথে বিলীন করে দেওয়ার সংগ্রামকে তাঁরা 'বাইপাস্‌' করে (এড়িয়ে) গেছেন। দলের সঙ্গে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার সংগ্রামে তিনি কোথায় আছেন সেই প্রশ্নটি নিজেকে তিনি বার বার করেননি ও দলের আর পাঁচটা কর্মীর ধারণায় তিনি কোথায় আছেন সেটা মিলিয়ে দেখেননি। এই সব না দেখে তিনি কাজ করে গেছেন অন্য লাইনে — অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন,

'হাস্ হাস্' (গুজগুজ) করেছেন এবং এইসব 'ফিল্‌দি' জিনিসকে নিজের মধ্যে লালনপালন করেছেন। এর ফলে কী হয়? তিরিশ বছর ধরে যদি কেউ একটা আন্দোলনের মধ্যে থাকেন তাহলে ঘষতে ঘষতে তিনিও অনেক কথা শিখে ফেলেন, অনেক তত্ত্ব তাঁর মুখস্থ হয়। আর তার ফলে তাঁর ধারণা হয়ে যায়, তাহলে তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি অনেক আছে। ফলে তাঁর মধ্যে 'ইগো' (অহম্‌বোধ) গড়ে উঠতে বাধ্য। একথা ঠিক, তিরিশ বছরের আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তার ফলে তাঁর কাছ থেকে সাধারণ কর্মীদের অনেক কিছু জানার আছে, যেহেতু তিনি অনেক খবরাখবর রাখেন। অথচ যেসব সাধারণ কর্মী তাঁর কাছ থেকে জানছেন এবং শিখছেন সেই সাধারণ কর্মীদের যেসব গুণ আছে তাঁর মধ্যে সেটা নেই। তাঁরা মূল জিনিসটা বুঝেছেন, পার্টিটা বুঝেছেন, পার্টির সঙ্গে শ্রেণীর একাত্মতা বুঝেছেন, যেটা তিনি বোঝেননি। তাঁদের তিরিশ বছরের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা না থাকলেও তাঁরা একথাটা বুঝেছেন, শ্রেণীর সঙ্গে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার কথাটার কোন মানে নেই, পার্টির সাথে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার প্রশ্নকে বাদ দিয়ে।

কর্মীদের মনে রাখা দরকার, শ্রেণী ও দলের সঙ্গে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার এই সংগ্রামকে বাদ দিলে অহম্‌বোধ জন্ম নেয়। আর অহম্‌বোধ অনেক বিপত্তি ডেকে আনে। কারোর মধ্যে অহম্‌বোধ জন্ম নিলে এবং তা দূর করতে না পারলে কিছুতেই একজন হদিশ পাবেন না, দীর্ঘ বৎসরের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁর সম্বন্ধে এত সমালোচনা হচ্ছে। পার্টি তাঁর যোগ্যতা, তাঁর গুণাবলী সমস্ত কিছুই স্বীকার করে, তবু তাঁকে অধিকার দিতে চায় না। কারণ দিলে পার্টির সমূহ বিপদ। তাঁকে এই অধিকার দেওয়ায় পার্টির কোন আপত্তি ছিল না। কারণ একটা মানুষকে ইজ্জত দিলে পার্টির কী আসে যায়? — না, শ্রেণী-সচেতন কমরেডরা ভাবেন, তাঁকে এই অধিকার দিলে ব্যক্তিগত স্বার্থে তিনি যদি তাকে কাজে লাগান। একটা ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ ও ধারণা থেকে তিনি তো ক্রমাগত, এমনকী তত্ত্বের চেহারাটাও পালটে দিতে পারেন। ট্রট্স্কির মতো এতবড় পণ্ডিত লোকও তো ইতিহাসের ডাস্ট্‌বিনে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। সাময়িকভাবে দু'পাঁচটা লোকের ক্ষতি করে নিজেরই ক্ষতি করলেন। কিন্তু এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি শেষপর্যন্ত বিপ্লবের রাশ টেনে ধরতে পারেননি। তা পারা সম্ভবও নয়। বিরুদ্ধতার জন্যই যদি দলের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যেত তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের এমনকী তথাকথিত মার্কসবাদীদের নিন্দাবাদে তো দেশ ভরে গেল। কিন্তু 'র‍্যান্ডম্' (আক্‌ছার) গল্প বানিয়ে, মিথ্যা প্রচার করে, আর কুৎসা ছড়িয়ে আমাদের অগ্রগতিকে কি সব আটকে দিতে পেরেছে? তা কি যায়? যায় না।

এই আচরণবিধি মেনে চলার সময় আর একটা জিনিস খেয়াল করা দরকার। আমি আগেই বলেছি, আমরা সবকিছুই আলোচনা করতে পারি, কিন্তু এমন কিছু আলোচনা করতে পারি না যা নেতাদের সামনে করতে পারি না। পার্টির কাছে, নেতাদের কাছে বলার সময় তত্ত্ব করে বলি, আর বাইরে গিয়ে বিদ্রূপ করে বলি — এরকম চলতে পারে না। বিদ্রূপ করে বলাই যদি কারোর রীতি হয় তাহলে সেইভাবে নেতাদের সামনে তিনি বলতে পারবেন না কেন? আমি নিজে কী করি? অনেক সময় এমন হয়, নেতাদের সম্পর্কে এক ঘর লোকের সামনে আমি আলোচনা করি, খোলা মেজাজে করি, সেই নেতারাও সে আলোচনা শোনেন। এমনকী তাঁদের প্রচণ্ড বকাবকিও করি আমি। এর অর্থ হ'ল, আমি যদি কিছু মনে করে থাকি, পেছনে ফিস ফিস করছি না। প্রত্যেকের সামনেই তা আলোচনা করছি, হাজারবার আলোচনা করছি, দলের স্বার্থেই করছি। সেই নেতাকে আলাদা করে বলছি, আবার সকলের সামনে বলছি, একগাদা লোকের সামনে বলছি। এতে দুটো লাভ। প্রথমত, আমার মনে করায় কোন ভুল থাকলে তা সংশোধন করে নেওয়া যায় — অর্থাৎ সকলের সামনে বলছি বলে আমার কোন ভুল থাকলে সে ভুল ধরা পড়ে যাবে। আবার এই আলোচনা সকলের সামনে করায় অন্যের মধ্যে এ ধরনের ত্রুটি থাকলে তাও দূর হয়ে যায়। আবার এমন হতে পারে, কিছু কমরেডের কিছু কথা অন্য আর একটা কমরেডকে বলা যায় না। এই যে সে কমরেডটিকে আমি বললাম না সেটা আমার ব্যক্তিগত খেয়াল খুশিমত বললাম না — তা নয়। কিন্তু সে কথা সমস্ত 'অ্যাপ্রোপ্রিয়েট' (উপযুক্ত) 'পার্টি বডি'গুলোকেই জানালাম। ফলে অন্য কারো কাছে বললাম না বলে দলের কাছে তা গোপন রইল না। এরই নাম হ'ল দলের মধ্যে একটা সুস্থ আভ্যন্তরীণ পরিবেশ। দলের অভ্যন্তরে এই সুস্থ পরিবেশকে বজায় রাখা দলের সাথে কর্মীদের একাত্মতা গড়ে তোলার সংগ্রাম পরিচালনার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। আর পার্টির সাথে এই একাত্মতা গড়ে তোলার সংগ্রামই যদি না থাকে তাহলে পার্টির মূল নীতি যত ঠিক থাকুক, নিজেদের কোন্দলের জন্য দলীয় সংহতির অভাবে বিপ্লবটাই মার খেতে পারে। অবশ্য যদি কোনরকমে পার্টির মূল দিকটিকে 'গার্ড' (রক্ষা)

করে বিপ্লব করা সম্ভবও হয়, তাহলেও বিপ্লবের পরে এই সব সমস্যা আরও নগ্নরূপ নিয়ে দেখা দিতে বাধ্য এবং এরকম ঘটলে শেষপর্যন্ত বিপ্লবকে রক্ষা করাও যাবে না। এই জন্যই বলছি, এই 'আইডেন্টিফিকেশন' (একাত্মতা) গড়ে তোলার সংগ্রামটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই দলের অভ্যন্তরে খোলা পরিবেশে আলোচনা পরিচালনার এই সংগ্রামটি সর্বদাই চালু রাখতে হবে।

আবার এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও কর্মীদের মনে রাখতে হবে। যেমন ধরুন, কোন সময়ে কোন বিশেষ বিষয় সম্পর্কে পার্টির মতামত ভুল হতে পারে। এরকম হলে তা শোধরাবার রাস্তা কী এবং সেখানে পার্টি কর্মীদের ভূমিকা কী? অবশ্যই পার্টি কর্মীরা সেই ভুলগুলোকে শোধরাবার পথ নেবেন। কারণ পার্টি কর্মীদের কাজ তো আর ভুল দেখিয়ে বাহাদুরি জাহির করা নয়, অথবা ভুল হয়েছে বলে নিজের মধ্যে সে ধারণা ধরে বসে থাকবার জন্যও নয়, বা ভুলের ভিত্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করা বা বিক্ষোভ ছড়ানোও নয়। ভুল শোধরাবার প্রশ্নটি কর্মীদের কাছে এজন্যই জরুরি, যেহেতু এর দ্বারা পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে — নেতা ও কর্মীদের মধ্যে চিন্তার সংহতি, 'ওয়ান্‌নেস্ ইন্ অ্যাপ্রোচ' (অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি) এবং 'ওয়ান্ প্রসেস্ অব থিঙ্কিং' (এক পদ্ধতিতে চিন্তা) গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সুতরাং সেইটি গড়ে তোলার সংগ্রামকে নেতা বা কর্মী কেউই এড়াতে পারেন না। সেই সংগ্রামে পরীক্ষা হবে কারোর ব্যক্তিগত ধারণা ঠিক — না, পার্টি ঠিক। এই রাস্তাতেই ব্যক্তি ও পার্টির মধ্যে ঐকমত্য, 'ইন্‌ডিভিজুয়াল্' (ব্যক্তি) ও 'কালেকটিভে'র (সমষ্টির) মধ্যে ঐক্য সাধন হবে। এই বিরোধের মধ্যে ক্রমাগত এইভাবে ঐক্য সাধনের সংগ্রামই হ'ল, পার্টির মধ্যে 'ইউনিফর্মিটি অব থিঙ্কিং' (চিন্তার ঐক্য), 'ওয়ান্‌নেস্ ইন অ্যাপ্রোচ' (অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি) এবং 'ইউনিফর্ম স্টাইল অব প্রোপাগান্ডা' (একই ধরনের প্রচারকৌশল) গড়ে তোলার একমাত্র উপায়। এই কথাগুলো বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

এখন পার্টির মধ্যে এই আলোচনারও কতকগুলো রীতি এবং পদ্ধতি থাকা দরকার। যেমন, কোন্ নেতা এবং কর্মী কোথায় এবং কীভাবে কোন্ জিনিস আলোচনা করতে পারেন, সে কথা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। এই আলোচনা বা সমালোচনার সময় মনে রাখতে হবে, প্রতিটি কমরেড তাঁর নিজের স্তরের সমালোচনা তাঁর নিজের স্তরে এবং তাঁর নিচের স্তরের সমালোচনা তাঁর নিজের স্তরে ও তাঁর নিচের স্তরে করতে পারেন। ব্যক্তিগত এবং সংগঠনগত যেসব প্রশ্ন সব কমরেডের 'কন্‌সার্ন্' (জানার বিষয়) নয়, সেগুলো নিয়ে আলোচনা বা সমালোচনা কোন কমরেড তাঁর নিজের স্তরের কমরেড সম্পর্কে হলে কেবলমাত্র তাঁর নিজের স্তর ও তাঁর ওপরের স্তরের কমরেডদের সাথে করতে পারেন। কিন্তু কখনই তাঁর নিচের স্তরের কমরেডদের সাথে করতে পারেন না। ঠিক তেমনি প্রত্যেকেই তাঁর ওপরের স্তরের কোন কমরেড সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করতে হলে একমাত্র তাঁর ওপরের স্তরের কমরেডদের সঙ্গেই করতে পারেন। কিন্তু কখনই সেই মতামত তাঁর নিজের স্তরের বা নিচের স্তরের কর্মীর কাছে প্রকাশ করতে পারেন না। একমাত্র তত্ত্বসংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রত্যেকেই সকলের সামনে আলোচনা করতে পারেন। কমরেডদের মনে রাখা দরকার, আচরণবিধি সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় প্রথমেই সূত্র ধরে নিয়ে জবরদস্তি আমাদের পার্টির মধ্যে চাপানোর চেষ্টা হয়নি। আমাদের পার্টিজীবনের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই নিয়মকানুন এবং আচরণবিধিগুলি গড়ে উঠেছে।

তাহলে দেখা গেল, এইসব সমস্যার দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে কমরেডদের ব্যক্তিগত অথবা 'সিক্রেট' (গোপন) ইত্যাদি সমস্যা, আর একটা হচ্ছে এইসব 'ইন্‌ডিভিজুয়াল্' (ব্যক্তিগত) সমস্যা থেকে উদ্ভুত যেসব 'জেনারেল গাইড্‌লাইন' (সাধারণ পথনির্দেশ) পাওয়া যায়, সে সব সমস্যা। এই দ্বিতীয় ধরনের বিষয়গুলো সবার কাছেই যাওয়া চাই তাঁদের 'এডুকেশন'-এর (শিক্ষার) জন্য। কিন্তু কোন কমরেডই তাঁর ওপরের স্তরের কোন কমরেড সম্পর্কে সংগঠনগত বা ব্যক্তিগত দিক যেগুলো পার্টির স্বার্থে গোপন রাখা উচিত এবং যেগুলো উচ্চতর পার্টিবডির মারফত তিনি জেনেছেন, সেগুলো নিজের স্তরের বা নিচের স্তরের কমরেডদের কাছে কোনসময়ই আলোচনা করবেন না। কিন্তু নেতাদের সাধারণ রুচিগত, সংস্কৃতিগত, রাজনৈতিক ব্যবহার সংক্রান্ত বা আচরণগত ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে কমরেডরা প্রকাশ্যে আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে, এই আলোচনা অন্যত্র ঠিক যেভাবে করছেন, সেই বিশেষ নেতার সামনেও ঠিক সেইভাবে সেই আলোচনা করতে পারা চাই। ঠিক তেমনি প্রতিটি কমরেড নিচের যে কোন কমরেড সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন, তাঁদের অনুপস্থিতিতেও করতে পারেন। কিন্তু সেটা আবার তাঁর সামনেও করতে পারা চাই। আবার এই দুই ক্ষেত্রেই আলোচনার যে অংশটা সাধারণ — সংগঠনগত ও তত্ত্বগত

— সেই অংশটা সবার সামনেই আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি দলের সমস্ত কর্মী ও নেতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারে। আবার এই সমস্ত আলোচনা বা সমালোচনা করবার সময় ওপরের বিষয়গুলো ছাড়াও কতগুলো রীতি মানতে হবে। এই সমস্ত আলোচনা করার সময় সবসময়ই খেয়াল রাখতে হবে — প্রথমত, বিশেষ ধরনের সেই আলোচনার দ্বারা পার্টির স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে কিনা। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, অপরকে সমালোচনা করার সময় সবসময় অপরের গুণ আগে দেখবার চেষ্টা করতে হবে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তার দোষের পরিমাণ মিলিয়ে দেখতে হবে। তৃতীয়ত, কোন কমরেড সম্পর্কে কোন মতামত তৈরি করা এবং তা ব্যক্ত করার আগে এই মতামতের যতটুকু ব্যক্তিগত দিক সেটা পার্টির বিচারের সঙ্গে মিলছে কি না তা আগে পার্টির নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করে দেখতে হবে। এমন হতে পারে, কোন কমরেড এই ব্যাপারে যে মতামত মনে মনে লালনপালন করছেন, পার্টির বিচারের সঙ্গে তার মিল নেই। আলোচনা করার পর যদি দেখা যায়, কোন বিষয়ে কারোর নিজস্ব মতামত পার্টির সেই বিশেষ বিষয় সম্পর্কে মতামতের সাথে মিলছে না তাহলে পার্টির মতামতকেই খুশি মনে মেনে নিতে হবে। কারণ কোন একজন কমরেড, যিনি নিজে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে একটি মতামত সৃষ্টি করে বসে আছেন সেই মতামতটা, সেই মনে করাটা কি তাঁর নিজের জন্য? না, সেটা সামগ্রিক বিপ্লবের স্বার্থে পার্টির জন্য ? এটা তাঁকে ভাবতে হবে। পার্টির মতামতের বাইরে সেই কমরেড যদি কোন বিষয় সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত নিয়ে চলতে থাকেন তাহলে তার ফল হয় মারাত্মক। তাহলে সেই কমরেডটি সেই বিশেষ বিষয় সম্পর্কে যা ধারণা করলেন সেই 'ইম্প্রেশন' (ধারণা) ঠিক কি ভুল তা ধরবেন কী করে? তা করতে হলে তাঁর যা নিজস্ব ধারণা তা পার্টির সাথে আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই ধারণাটাকে 'টেস্ট'-এর (পরীক্ষার) মধ্যে, সংঘাতের মধ্যে ফেলতে হবে। এই সংঘাতের মধ্য দিয়ে হয় পার্টির মত পরিবর্তিত হবে, নয় তাঁর নিজস্ব মত পরিবর্তিত হবে — অথবা একটা সম্পূর্ণ নতুন মতামতের সৃষ্টি হবে। এই তিনটির মধ্যে একটি না একটি 'পজিশন্' (অবস্থান) নিতেই হবে। মনে রাখা দরকার, এখানে 'ইন্ডিসিশন্'-এর (দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের) কোন স্থান নেই। কেউ যদি মনে মনে ভেবে নেন — যেহেতু তাঁর ঐ নিজস্ব মতামত পার্টির সামগ্রিক জীবনধারায় কোন বিপত্তি সৃষ্টি করছে না এবং তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও পার্টির দৈনন্দিন আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে থাকতে বাধা সৃষ্টি করছে না — ফলে পার্টির সাথে আলোচনা করে ঐ বিশেষ ধারণাটি সম্পর্কে কোন মীমাংসা করে নেবার বিশেষ প্রয়োজন তিনি বোধ করছেন না — তাহলে মারাত্মক ভুল করা হবে। কারণ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলছে, কোন সত্ত্বাই চুপচাপ বসে থাকে না। ফলে তাঁর ঐ 'কন্সেপ্শন্' (চিন্তা) বা ধারণা কি বসে থাকবে? তিনি তাকে চেপে রাখলেও সে বসে থাকবে না। ঠুকরে ঠুকরে উই পোকার মতো তাঁর মনের প্রশান্তি নষ্ট করে দেবে। তাঁর চিন্তার মধ্যে ঘুণ ধরবে এবং তিনি তাকে লুকিয়ে রাখতে পারবেন না। কারণ মন বড় অদ্ভুত জিনিস। সে যে কখন কীভাবে ক্রিয়া করে তা সাধারণ মানুষ ধরতেই পারে না। এমন যদি হয় কেউ কোন ধারণাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন — অথচ পার্টির সাথে তা আলোচনা করে নেননি, তাহলে তাঁর সামগ্রিক চিন্তাপদ্ধতি ও ধারণার মধ্যে তা অবশ্যই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, করতে বাধ্য। কাজেই মনকে যেমন খুশি চলতে দিতে নেই। তুচ্ছ জিনিস সম্পর্কে মনকে এইরকম যেভাবে খুশি চলতে দেবার মধ্য দিয়ে কত সম্ভাবনাময় বিপ্লবী চরিত্র যে নষ্ট হয়ে গেছে বা যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। কাজেই যে কোন ধারণা, যত তুচ্ছই তার রূপ হোক্ না কেন, তাকে ফেলে রাখতে নেই। আর তার সত্যাসত্য নিরূপণ করার সবচাইতে নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার হচ্ছে দল। কারণ দলের মতামত নিছক কারোর ব্যক্তিগত ধারণার ওপর গড়ে ওঠেনি। সমস্ত পার্টি কর্মীদের চিন্তার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ফলে যে সম্মিলিত অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছে তার মধ্য দিয়েই পার্টির মতামত গড়ে উঠেছে।

তাহলে একটা জিনিস কমরেডরা দেখতে পাচ্ছেন যে, কর্মীদের সামনে দু'ধরনের সংগ্রাম আছে। একটা হচ্ছে বাইরের রাজনৈতিক সংগ্রাম, আর একটি হচ্ছে ভেতরকার সংগ্রাম। শ্রমিকশ্রেণীর যে আন্দোলন বাইরে চলছে তার সঙ্গে পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে ঠিকভাবে সংযোজিত করতে হবে। পার্টিকে 'এক মানুষ' অর্থাৎ 'ওয়ান ম্যান' হিসাবে গড়ে তোলবার সংগ্রামটিকে আমাদের প্রতিদিনের রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে মেলাতে হবে। তাই যখনই যে কোন কমরেডই প্রশ্ন করুন — তার দু'টি দিক আছে। একটি হ'ল, তাঁর প্রশ্নের রাজনীতিগত দিক, তত্ত্বের দিক। আর একটি হচ্ছে, যিনি প্রশ্ন করছেন তাঁর আচরণের দিক। এই দু'টি দিকের কোনটিকেই ছোট করে দেখা চলে না। সমস্ত কমরেডেরই বড় কথা বলার অধিকার আছে। কারণ সবাই বড়

হোক্, নেতার সংখ্যা বাড়ুক, সেটাই তো আমরা চাই। তবেই তো আমরা একমাত্র এই 'ভাস্ট্ প্রব্লেম' (বিশাল সমস্যা), 'মাল্টি চিউড অব প্রব্লেমস্' (বহুমুখী সমস্যার) সমাধান করতে পারব।

আমি আজকাল প্রায়ই একটা কথা বলি — দল বাড়ছে, কিন্তু নেতা বাড়ছে না। কিন্তু কেউ নেতৃত্বের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেই তো আর তাঁর হাতে নেতৃত্ব তুলে দেওয়া যায় না। যতক্ষণ না তিনি প্রমাণ করছেন, তিনি নিজে মরবেন কিন্তু পার্টিকে মরতে দেবেন না — যতক্ষণ পর্যন্ত না পার্টি এরকম বুঝছে — ততক্ষণ তাঁর হাতে নেতৃত্ব তুলে দেবে কী করে? এমন বহু কমরেড আছেন যাঁরা নিজেদের নেতৃত্ব দেবার মতো যোগ্য বলে নিজেকে মনে করেন। কিন্তু তাঁরা নিজেরা মনে করেন বা ভাবেন বলেই কি তাঁরা যোগ্য কিনা তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে? নিজেদের জীবনে কতটুকু যোগ্যতার প্রমাণ তাঁরা দিয়েছেন, সেকথা কি একবারও ভেবে দেখেছেন? কতটা সংগঠন তাঁরা নিজেরা গড়েছেন? পার্টির কাজকর্ম কতটা পরিচালনা করেছেন? তাঁদের সকলেরই এসব কথা ভাবা দরকার। আমরা তো চাই পার্টিতে গাদা গাদা কর্মী নেতা হবার মতো ক্ষমতা অর্জন করুক। নেতা নেই বলে ঠিকমতো কাজ চলে না, সেক্রেটারিয়েটের কাজকর্ম চলে না। পার্টির যে মুখপত্রের এত চাহিদা সে কাগজ আমরা নিয়মিত বের করতে পারি না। যিনি চণ্ডী পাঠ করছেন তিনিই জুতো সেলাই করছেন। দলের মধ্যে অধিক সংখ্যায় দক্ষ কর্মীর অভাব — এটাই তো আজ পার্টির প্রকৃত সঙ্কট। তাই আপনারা এই হল ভর্তি লোক নেতা হোন, সেটাই তো আমরা চাই। কিন্তু তার জন্য নেতা হবার মতো যোগ্যতা আপনাদের অর্জন করতে হবে। নেতা মানে কী? যিনি একদিকে জনসাধারণকে 'রাউজ্' (উদ্বুদ্ধ) করবেন, জনতার মধ্যে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলবেন, অন্যদিকে পার্টির ঐক্য সাধন করবেন, তার স্বাস্থ্য রক্ষা করবেন — তবে তিনি নেতা হবেন। সমস্ত রকম ক্ষমতা না থাকলে নেতা হওয়া যায় না। এমন অনেকে আছেন যাঁদের কেউ হয়তো বক্তৃতা দিতে পারেন, কেউ লিখতে পারেন, বা রাজনৈতিক ক্লাস নিতে পারেন — কিন্তু সংগঠনের জটিল সমস্যা কীভাবে 'ট্যাক্ল' (সমাধান) করতে হয় তা তাঁরা জানেন না। সংগঠনের সমস্যা সমাধান করার জন্য বড় জিনিস যেটা দরকার তা হচ্ছে, অপরকে কিছু বলবার আগে অপরের বক্তব্যকে ভাল করে বুঝে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, নানারকম সমস্যা সমাধান করতে হলে নিজেকে সমস্ত রকম সমস্যা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। যে নেতা নিজের সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য লড়াই করতে পারেন না তিনি অন্যকে নেতৃত্ব দেবেন কী করে? সেরকম ক্ষেত্রে নেতৃত্ব এসে বর্তাবে কতকগুলো অযোগ্য লোকের হাতে — যাঁরা সার্কুলার দিতে পারবেন, ক্লাস নিতে পারবেন, ধমক দিতে পারবেন, কিন্তু সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। এরকম নেতা হলে পার্টি চলে না।

আবার অনেকে আছেন যাঁরা বিপ্লবের জন্য অনেক কিছু ছাড়তে রাজি — কিন্তু প্রয়োজন হলেও পরিবার ছাড়তে পারেন না, বা পার্টির কাছে বিনাশর্তে নিজেকে 'সারেন্ডার' (সমর্পণ) করতে পারেন না। তাহলে তাঁরা নেতা হবেন কী করে? আমরা শুরু করেছি কী দিয়ে? কোন্ নেতা আমাদের খেতে পাবার, কাজ পাবার গ্যারান্টি দিয়েছিলেন যে, আমরা সব তুচ্ছ করে সেদিন সব কিছু ছেড়ে এসেছিলাম? নাকি, সেদিন আমাদের কাছে ব্যাপারটা ছিল যে, আমরা খেতে পেতেও পারি, আবার নাও পেতে পারি। এসব হচ্ছে প্রাথমিক পরীক্ষা। কেউ পরীক্ষা দেবার আগেই নিজে নিজে ভাবছেন, তাঁর নেতা হবার যোগ্যতা আছে। এরকম লোকেরা জীবনে কোন বড় বিপ্লবী তৈরী করেননি। নিজের হাতে এমন কোন লোক তৈরি করেননি যার 'রেভোলিউশনারি ডেডিকেশন' (বিপ্লবী নিষ্ঠা) আছে। একটি লোক আরামে সুখে সংসারের মধ্যে ছিল। সেই লোকটি স্বেচ্ছায় সব কিছু ছেড়ে এসে খুশি মনে একজনের নেতৃত্বে লড়ছে। কী দেখে সে আসবে? শুধু বক্তৃতা শুনে? — না। নেতার জীবনটাকেও সে দেখে, যে জীবনটা সত্যিই এমন যে মিথ্যা প্রচার করে, গল্প বানিয়ে তাকে চেপে রাখা যায় না। সেরকম আদর্শ নেতা না হলে তো চলে না। কাজ চালাবার জন্য হাজার এক নেতা দরকার। তবুও সেই ধরনের নেতার সংখ্যা আমাদের মধ্যে খুবই কম। তাই নেতা হতে চাইলে আমরা আপত্তি করি না। কিন্তু নেতা হবার জন্য কমরেডদের যে পথে পদক্ষেপ করতে হবে সেই পথে না গিয়ে নেতা হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লে কোনদিন নেতা হওয়া যাবে না। নেতা হওয়ার সঠিক রাস্তায় পদক্ষেপ না করলে তাঁরা নিজেরাই ক্রমাগত নেতা হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে চলবেন।

আর একটা বিষয় কমরেডদের আচরণবিধি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আলোচনা করা দরকার। অনেক কর্মীকে দেখা যায়, তাঁরা নিজেদের ওপর যে কাজের দায়িত্ব আছে সেটা ফেলে অন্যের কাজের ব্যাপারে আগ্রহ

দেখাচ্ছেন। প্রত্যেকে যদি নিজের কাজ ফেলে অন্যেরটা নিয়ে চিন্তা করেন তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? যদি কেউ এইভাবে পড়ার সময় খেলার চিন্তা, আর খেলার সময় পড়ার চিন্তা করে, তাহলে না হয় কেউ খেলোয়াড়, না হয় পড়ুয়া। কাজেই প্রত্যেকে যার যা করণীয় কাজ তিনি সে কাজই করবেন। প্রত্যেকের কাজ প্রত্যেকে করার পর যে আরও কাজ নেয় — সে তো খুব ভাল। এইভাবেই 'ইন্‌ডিভিজুয়ালি' (ব্যক্তিগতভাবে) এবং 'কালেক্‌টিভ্‌লি' (সমষ্টিগতভাবে) কাজ করাটা সম্ভব হয়। যিনি নিজের কাজ কোন 'এক্সকিউজ' (অজুহাত) না দিয়ে ঠিকমত পালন করেন তিনিই 'কালেক্‌টিভে' (সমষ্টিতে) বেশি 'কন্‌ট্রিবিউট' (সাহায্য) করতে পারেন। কালেকটিভ বা সমষ্টিগত ব্যাপারটা এজন্য গড়ে ওঠেনি যে কেউ নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন করবেন না। ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন একটি বিশেষ পদ্ধতিতে সংযোজিত করার মধ্য দিয়েই কালেকটিভ গড়ে ওঠে। এই যে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে যার যার দায়িত্ব পালন, কালেক্‌টিভ হচ্ছে তার সমস্ত যোগফলেরও অনেক বেশি — একটা 'অ্যাডভান্সড্ থিং' (অগ্রবর্তী বিষয়) — যে কালেক্‌টিভ আবার প্রত্যেককে 'গাইড্' করবে (পথ দেখাবে), অধিকতর দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে। এরই নাম হচ্ছে কালেক্‌টিভ। সুতরাং দেখা গেল, প্রত্যেক কর্মীর যদি ব্যক্তিগত উদ্যোগ না থাকে তাহলে কালেক্‌টিভটা হয় একটা কথার কথা ও কাজ না করা, বা দায়িত্ব পালন না করার সপক্ষে একটা অজুহাত মাত্র।

আবার অনেক কর্মী আছেন যাঁদের কাজ হচ্ছে না কেন জিজ্ঞাসা করলে বলেন — এটা হচ্ছে না, সেটা হচ্ছে না, সার্কুলার পাওয়া যাচ্ছে না। এ ধরনের নানারকম অজুহাত তাঁরা দেন। কর্মীদের সার্কুলার না পাওয়াটা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটা দোষ, সেটা সত্য। কিন্তু একমাত্র তার জন্যই সেই কর্মীর বসে থাকার, অকর্মা হবার, 'গসিপ্' (আজে-বাজে গল্প) করবার যুক্তি কোথায়? এমন একটা কাজ যা না করলে পার্টির কাজের ক্ষতি হবে, তা যদি তিনি সার্কুলারের জন্য অপেক্ষা না করে কাজটা করে এসে নেতৃত্বকে 'পয়েন্ট্ আউট্' (দেখিয়ে দিতে সাহায্য) করেন যে, এটা অফিসের ত্রুটি, তাহলে এটা নেতৃত্বকেও ত্রুটিহীন করতে কার্যকরীভাবে সাহায্য করে এবং নতুন কর্মীদেরও 'ইন্‌স্পায়ার' (উৎসাহিত) করে। অথচ অনেক কর্মীর ক্ষেত্রেই এর অভাব দেখতে পাই। এমনকী দৈনন্দিন রুটিন মাফিক কাজ, তাও হয় না। জিজ্ঞেস করলে বলেন, নির্দেশ আসেনি, অথবা অফিস থেকে কিছুই দেওয়া হয়নি, সে জন্যে হচ্ছে না। নেতাদের যদি হাজারটা কর্মীর কাজ দৈনন্দিন তৈরি করে দিতে হয় তাহলে অসম্ভব। একটা থাকে পার্টির 'জেনারেল' (সাধারণ) লাইন — অর্থাৎ কীভাবে কাজ করতে হবে, কীভাবে প্রচার করতে হবে, কী আমাদের নীতি। এসব কিছু বলে দেওয়া আছে। কমরেডদের কাজ হচ্ছে, সেই নীতি অনুযায়ী প্রতিদিন কাজ সৃষ্টি করে নেওয়া, জনসংযোগ সৃষ্টি করা, পরিকল্পনা করা ইত্যাদি। এটা হচ্ছে প্রতিটি কমরেডের ব্যক্তিগত উদ্যোগের দিক। কিন্তু যখন কোন কমরেডের ক্ষেত্রে দেখা যায় তা একেবারেই হচ্ছে না তখন হয়তো নেতৃত্বের পক্ষ থেকে তাকে একেবারে দৈনন্দিন কাজের 'ডিটেইল্‌স্' (পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়) পর্যন্ত বলে দিতে হয়, যদিও আমি মনে করি, সেটা সবসময় ঠিক নয়। কারণ শেষপর্যন্ত তার ফল ভাল হয় না। এতে কর্মীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ, 'কন্‌টেম্‌প্লেশন্' (চিন্তাশক্তি), 'ইমাজিনেশন্' (কল্পনাশক্তি) নষ্ট হয়ে যায়।

আচরণবিধি সম্পর্কে আরও বহু বিষয় আলোচনার আছে। কিন্তু একটা কর্মীসভায় তার সবটাই আলোচনা হওয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে অন্য সভায় এ বিষয়ে আরও বক্তব্য রাখার চেষ্টা করব। এ পর্যায়ের আলোচনা এখানেই শেষ হ'ল।

১৯ আগস্ট ১৯৬৯ কলকাতা জেলার
কর্মীসভায় প্রদত্ত ভাষণ।
১৯৭৭ সালের মে মাসে প্রথম
পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।